অবসর বার্তা

অবসরপ্রাপ্ত সরকারী কর্মচারী কল্যাণ সমিতির ত্রৈমাসিক মুখপত্র

পঞ্চম বর্ষ ॥ প্রথম ও দ্বিতীয় সংখ্যা (জানু-মার্চ ও এপ্রিল-জুন ২০১৮) ॥ ৩০ জুলাই, ২০১৮ ॥ ১৫ শ্রাবণ ১৪২৫ ॥ ১৬ জিলকদ ১৪৪০ ॥ সোমবার

মাননীয় অর্থমন্ত্রীর সঙ্গে অবসর সমিতির প্রতিনিধিদের সাক্ষাৎ

বিগত ২০ মে, ২০১৮ তারিখে সমিতির সভাপতি জনাব আব্দুল্লাহ হারুন পাশার নেতৃত্বে ৮ সদস্যের একটি টিম মাননীয় অর্থমন্ত্রীর সাথে তাঁর দপ্তরে সাক্ষাৎ করেন। টিমের অন্য সদস্যরা হলেন :

১.	জনাব আব্দুল মান্নান	- সহ-সভাপতি
২.	জনাব ইকরাম আহমেদ	- সহ-সভাপতি
৩.	জনাব আবদুল কাইউম ঠাকুর	- মহাসচিব
৪.	জনাব এ কে শামসুল হক	- কোষাধ্যক্ষ
৫.	জনাব মোঃ আনিসুজ্জামান	- মহাসচিব
৬.	জনাব ফজলে ইলাহী	- পরিচালক (প্রশাসন)
৭.	জনাব এস এম কামরুজ্জামান	- পরিচালক (কার্যক্রম)

মাননীয় অর্থমন্ত্রীর সাথে সাক্ষাৎকালে নিম্নোক্ত দাবীসমূহ তাঁর কাছে তুলে ধরা হয় :

১. যারা পূর্বে অবসরে গিয়েছেন এবং যারা বর্তমানে পেনশনে যাচ্ছেন তাদের মধ্যকার পেনশন বৈষম্য দূর করা।

২. যারা শতভাগ পেনশন কমিউট করেছেন তাদের জন্য যুক্তিসঙ্গত সময় পরে পুনরায় পেনশন দেয়ার ব্যবস্থা করা।

৩. বর্তমানে যে চিকিৎসা ভাতা দেয়া হয় তা প্রকৃত চিকিৎসা ব্যয়ের তুলনায় বিশেষ করে প্রবীণ/জ্যেষ্ঠ পেনশনারদের জন্য খুবই অপ্রতুল। ডাক্তার ও বিভিন্ন পরীক্ষা-নিরীক্ষার ফি এবং ঔষধপত্রের সাম্প্রতিক উর্ধ্ব মূল্য বিবেচনা করে পেনশনারদের চিকিৎসা ভাতা নিম্নরূপ নির্ধারণ করা :

ক) ৬৫ বছর বয়সী পেনশনারদের জন্য ন্যূনতম	৫,০০০/- (পাঁচ হাজার) টাকা
খ) ৬৫-৭৫ বৎসর বয়সী পেনশনারদের জন্য অন্যূন	৭,৫০০/- (সাত হাজার পাঁচশত) টাকা
গ) ৭৫ বৎসর উর্ধ্ব পেনশনারদের জন্য	১০,০০০/- (দশ হাজার) টাকা।

মন্ত্রী মহোদয় অত্যন্ত ধৈর্য্য সহকারে উপরোক্ত দাবীসমূহ শ্রবণ করেন এবং সমিতির প্রতিনিধিদের সাথে মতবিনিময় করেন। তিনি পূর্ণ পেনশন কমিউটকারীদের ব্যাপারে এবং চিকিৎসা ভাতা বৃদ্ধির ব্যাপারে উক্ত দাবীসমূহ সহানুভূতির সাথে বিবেচনার আশ্বাস প্রদান করেন।

কার্যনির্বাহী কমিটির সভা

অত্র সমিতির বিগত ০৫ মার্চ, ২০১৮ তারিখে কার্যনির্বাহী কমিটির এক সভা সমিতির সভাপতি জনাব মোঃ মাহে আলমের সভাপতিত্বে অবসর ভবনে অনুষ্ঠিত হয়। সভায় ২৪ জন সদস্য উপস্থিত ছিল। সভায় সভাপতি উপস্থিত সকলকে শুভেচ্ছা জানিয়ে আলোচ্যসূচী অনুযায়ী সভার কার্যক্রম শুরু করেন। বিগত কার্যনির্বাহী কমিটির সভার পর যে সকল সদস্যের ইন্তেকালের সংবাদ পাওয়া গিয়েছে তাঁদের নাম সভায় পাঠ করে শুনান পরিচালক (প্রশাসন) জনাব মোঃ ফজলে ইলাহী। অতঃপর জানা অজানা সকল পরলোকগত সদস্যদের মাগফেরাত ও শান্তি কামনা করে কার্যনির্বাহী কমিটির সদস্য জনাব এ কে শামসুল হক মোনাজাত পরিচালনা করেন। বিগত সভার কার্যবিবরণী সঠিকভাবে লিপিবদ্ধ হয়েছে মর্মে সভায় উপস্থিত সকলে অভিমত ব্যক্ত করায় কার্যবিবরণীটি নিশ্চিত করা হয়।

সমিতির মহাসচিব জনাব মোঃ আবদুল কাইউম ঠাকুর বিগত ৩১ ডিসেম্বর, ২০১৭ তারিখে অনুষ্ঠিত কার্যনির্বাহী কমিটির সভায় গৃহীত সিদ্ধান্তের বাস্তবায়ন প্রতিবেদন নিম্নোক্তভাবে সভায় উপস্থাপন করেন :

(১) প্রয়াত সদস্যগণের পরিবারের নিকট শোক প্রস্তাব প্রেরণ করা হয়েছে।

(২) সমিতির ২০১৮ ও ২০১৯ মেয়াদকালের নির্বাচন পরিচালনার জন্য একজন প্রধান নির্বাচন কমিশনার ও ২ জন নির্বাচন কমিশনার নিয়োগ দেয়া হয়েছে। নির্বাচন কমিশন তাঁদের দায়িত্ব যথারীতি পালন করে যাচ্ছে।

(৩) আগামী ১৯ মার্চ, ২০১৮ তারিখে অনুষ্ঠেয় বার্ষিক সাধারণ সভার অনুমোদিত নোটিশ সংলগ্নীসহ সমিতির সকল সদস্যদের নিকট পাঠানো হয়েছে।

(৪) সমিতির অনুদান, শিক্ষাবৃত্তি ও জরুরী চিকিৎসা/কন্যার বিবাহ/প্রাকৃতিক দুর্যোগ খাতে মঞ্জুরীকৃত অর্থ সকল জেলা সমিতির নিকট প্রেরণ করা হয়েছে।

৩-এর পাতায় দেখুন

২৬ মার্চ স্বাধীনতা ও জাতীয় দিবস

২৬ মার্চ আমাদের স্বাধীনতা ও জাতীয় দিবস। পূর্ণ হলো স্বাধীনতার ৪৭ বছর। জাতি এই দিনটিকে নানা আয়োজনে পালন করেছে। সূর্যোদয়ের সাথে সাথে সাভার স্মৃতিসৌধে পুষ্প স্তবক অর্পণের মধ্য দিয়ে মুক্তিযুদ্ধের শহীদদের প্রতি শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করেন বাংলাদেশের মহামান্য রাষ্ট্রপতি জনাব আব্দুল হামিদ এবং মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা। পরে সকল রাজনৈতিক দল ও সাধারণ জনগণ ফুল দিয়ে মুক্তিযুদ্ধের শহীদদের প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন করে। এদিন বিভিন্ন সংগঠন নানাবিধ অনুষ্ঠানের মাধ্যমে দিনটিকে উদ্‌যাপন করে। বাংলাদেশ অবসরপ্রাপ্ত সরকারী কর্মচারী কল্যাণ সমিতি স্বাধীনতা দিবসে অবসর ভবনে জাতীয় পতাকা উত্তোলনের মাধ্যমে মহান বীর শহীদদের প্রতি শ্রদ্ধা জানায়। জাতীয় পতাকা উত্তোলন করেন সমিতির সভাপতি জনাব মোঃ আব্দুল্লাহ হারুন পাশা। এছাড়া মহাসচিব জনাব মোঃ আবদুল কাইউম ঠাকুর, কোষাধ্যক্ষ জনাব এ, কে, শামসুল হকসহ সমিতির বেশ কিছু সদস্য এবং অফিসের পরিচালকদ্বয়সহ অন্যান্যরা পতাকা উত্তোলন অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন। পতাকা উত্তোলনের পর সমিতির সভাকক্ষে সকলে মিলিত হয়ে স্বাধীনতা দিবসের তাৎপর্য ও মুক্তিযুদ্ধের উপর এক আলোচনায় কয়েকজন অংশগ্রহণ করেন। আলোচনানুষ্ঠানে বক্তাবৃন্দ তাঁদের নিজ নিজ স্মৃতি বর্ণনা করেন। অনুষ্ঠান শেষে উপস্থিত সকলকে আপ্যায়ন করা হয়।

সম্পাদকীয়

সমিতির ২০১৮ ও ২০১৯ মেয়াদের কার্যনির্বাহী কমিটির নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়েছে ১৯ মার্চ, ২০১৮ তারিখ। নির্বাচনে নতুন কমিটি গঠিত হয়েছে। আপনারা বিপুল ভোটে আমাদের জয়যুক্ত করেছেন। এজন্য আপনাদের প্রতি রইল আমাদের অনিঃশেষ কৃতজ্ঞতা। নতুন কমিটির দায়িত্ব বুঝে নেয়ার পর প্রথম সভা হয়েছে ৮ এপ্রিল ২০১৮। কমিটির পরিবর্তন জনিত নানা কারণে ত্রৈমাসিক "অবসর বার্তা" জানু-মার্চ, ২০১৮ সংখ্যা বের করা সম্ভব হয়নি। এজন্য আমরা দুঃখিত। বিষয়টি বাস্তবতার নিরীখে বিবেচনা করার জন্য অনুরোধ রইল।

বর্তমান সংখ্যাটি জানুয়ারী-মার্চ, ২০১৮ এবং এপ্রিল-জুন, ২০১৮ এর সম্মিলিত প্রকাশনা। এ সংখ্যায় আলোচ্য ছয় মাসে যে সকল কার্য সম্পাদিত হয়েছে তা সম্মানিত সদস্যদের কাছে তুলে ধরার চেষ্টা করা হয়েছে। ভুল-ত্রুটি ক্ষমার দৃষ্টিতে দেখলে বাধিত হবো। আপনাদের সহযোগিতা ও সমর্থনই আমাদের অনুপ্রেরণা।

সভাপতির বিদায় সংবর্ধনা

বিগত ২২ মার্চ, ২০১৮ তারিখে সমিতির সভাপতি জনাব মোঃ মাহে আলম এর বিদায় সংবর্ধনা অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হয় সমিতির সভাকক্ষে। সভায় সমিতির সকল কর্মকর্তা/কর্মচারী উপস্থিত ছিলেন। এক আবেগঘন ও অশ্রুসিক্ত পরিবেশে বিদায় সংবর্ধনা অনুষ্ঠানটি শেষ হয়।

বার্ষিক সাধারণ সভা-২০১৭

২০১৭ সালের বার্ষিক সাধারণ সভা ১৯ মার্চ, ২০১৮ তারিখে অবসর ভবনে অনুষ্ঠিত হয়। সভায় সভাপতিত্ব করেন সমিতির সভাপতি জনাব মোঃ মাহে আলম। সকাল ৯.৩০ মিঃ হতে সদস্যদের রেজিস্ট্রেশন শুরু হয়। সভায় জেলা প্রতিনিধিসহ মোট ৬৯২ জন সদস্য উপস্থিত ছিলেন। পবিত্র ধর্মগ্রন্থ থেকে পাঠের মাধ্যমে সভার কাজ শুরু হয়। বিগত বছরে প্রয়াত সদস্যদের উপর শোক প্রস্তাব গ্রহণ এবং তাঁদের রুহের মাগফেরাত কামনা করে মোনাজাত অনুষ্ঠিত হয়। অতঃপর সমিতির সভাপতি তাঁর প্রারম্ভিক বক্তব্য ও সহ-সভাপতিদ্বয় পর্যায়ক্রমে উপস্থিত সদস্যদের উদ্দেশ্যে বক্তব্য রাখেন। এরপর নির্ধারিত আলোচ্যসূচি মোতাবেক সভার কাজ এগিয়ে চলে। বিগত ১৬ মার্চ, ২০১৭ তারিখে অনুষ্ঠিত বার্ষিক সাধারণ সভার কার্যবিবরণী পাঠ ও উপস্থাপন করা হলে সামান্য সংশোধনপূর্বক উহা নিশ্চিতকরণ করা হয়।

সভায় উপস্থাপনকৃত মহাসচিবের ২০১৭ সালের বার্ষিক প্রতিবেদন এবং কোষাধ্যক্ষের ২০১৬ সালের নিরীক্ষা হিসাব, ২০১৭ সালের সংশোধিত বাজেট ও ২০১৮ সালের প্রস্তাবিত বাজেটের উপর উন্মুক্ত আলোচনাকালে ১৯ জন সদস্য বক্তব্যে রাখেন। তাদের বক্তব্যের পর মহাসচিবের বার্ষিক প্রতিবেদন এবং কোষাধ্যক্ষের ২০১৬ সনের

নিরীক্ষিত হিসাব ও ২০১৭ সনের সংশোধিত বাজেট এবং ২০১৮ সনের প্রস্তাবিত বাজেট সকল সম্মানিত সদস্যগণের অনুমোদনের জন্য পেশ করা হলে উহা অনুমোদিত হয়।

অতঃপর ২০১৭ সালের শ্রেষ্ঠ জেলা সমিতি হিসাবে টাঙ্গাইল জেলা শাখা সমিতি, মাদারীপুর জেলা শাখা সমিতি, রাঙ্গামাটি জেলা শাখা সমিতি, কুমিল্লা জেলা শাখা সমিতি, বগুড়া জেলা শাখা সমিতি, দিনাজপুর জেলা শাখা সমিতি, যশোর জেলা শাখা সমিতি, বিশেষ বিবেচনায় মেহেরপুর জেলা শাখা সমিতি, পটুয়াখালী জেলা শাখা সমিতি, সুনামগঞ্জ জেলা শাখা সমিতি এবং ময়মনসিংহ জেলা শাখা সমিতিসহ মোট ১১টি জেলা সমিতিকে পুরস্কৃত করা হয়। পুরস্কারপ্রাপ্ত প্রত্যেক জেলা সমিতিকে একটি ক্রেস্ট এবং ৫,০০০/- (পাঁচ হাজার) টাকার একটি একাউন্টপেয়ী চেক প্রদান করা হয়।

তারপর আলোচ্যসূচী অনুযায়ী ২০১৭ সালের "অবসর জীবন" পত্রিকার ২টি সংখ্যায় ৬টি বিভাগে শ্রেষ্ঠ ১১ জন লেখককে পুরস্কৃত করা হয়। পুরস্কার প্রাপ্তরা হলেন - প্রফেসর ড. আজফার আহমেদ, মুহাম্মদ সেরাজুল হক (মরহুম), অধ্যাপক মোঃ মোশাররফ হোসেন, প্রফেসর যোগেন্দ্র কুমার মন্ডল, মুহাম্মদ আব্দুস সাত্তার, মোঃ আনোয়ার হোসেন, প্রফেসর ড. এম. এ. জলিল, মীর আব্দুল আউয়াল, আ.শ.ম বাবর আলী, আব্দুল কাদির মাহমুদ এবং এস. এম ইদরিস। পুরস্কার প্রাপ্ত প্রত্যেককে একটি সনদ এবং ২,০০০/- (দুই হাজার) টাকার একটি একাউন্টপেয়ী চেক প্রদান করা হয়।

সমিতির ২০১৭ সালের হিসাব নিরীক্ষার জন্য "আহসান কামাল সাদেক এন্ড কোম্পানী"কে ৪৫,০০০/- (পঁয়তাল্লিশ হাজার) টাকা পারিশ্রমিকে নিয়োগের প্রস্তাব করা হলে সভায় সর্বসম্মতিক্রমে উহা অনুমোদন করা হয়। সমিতির সহসভাপতি ড. খোন্দকার শওকত হোসেন, প্রধান নির্বাচন কমিশনার ড. শেলীনা আফরোজা পি এইচ ডি ও সভাপতি জনাব মোঃ মাহে আলমের বক্তব্যের মাধ্যমে সভা সমাপ্তি ঘোষণা হয়।

কার্যনির্বাহী কমিটির সভা

১ম পাতার পর

(৫) বিগত সভায় গঠিত নিয়োগ বোর্ড সমিতির চিকিৎসা কেন্দ্রের নাক,কান ও গলা চিকিৎসক নিয়োগের লক্ষ্যে সাক্ষাৎকার গ্রহণ করেছে এবং নিয়োগ, বেতন ও বিধি উপ-কমিটির মাধ্যমে তাদের সুপারিশ অদ্যকার সভায় উপস্থাপন করা হয়েছে।

(৬) সমিতির সহ-সভাপতি জনাব মুহাম্মদ আব্দুস সাত্তারকে বিশেষ বিবেচনায় মঞ্জুরীকৃত আর্থিক অনুদানের ৩,০০,০০০/-(তিন লক্ষ) টাকা এর চেক প্রদান করা হয়েছে।

(৭) বিগত সভায় অনুমোদিত আবেদনকারীদেরকে সদস্যভুক্তি সংক্রান্ত বিষয়টি অবহিত করা হয়েছে। ইতোমধ্যে প্রায় অনেকেই সমিতির সদস্যভুক্ত হয়েছেন।

(৮) যে সকল অবসরপ্রাপ্ত সরকারী কর্মকর্তা/কর্মচারী নিবন্ধিত জেলা শাখা সমিতির সদস্য ও জেলা হতে পেনশন উত্তোলন করেন তাদেরকে কেন্দ্রীয় সমিতির সদস্য না করার বিষয়ে নির্বাহী কমিটির সিদ্ধান্ত সমিতির নোটিশ বোর্ডে বিজ্ঞপ্তি দিয়ে অবহিত করা হয়েছে।

সভায় আগামী ১৮ ও ১৯ মার্চ, ২০১৮ তারিখে অনুষ্ঠেয় যথাক্রমে জেলা প্রতিনিধি সম্মেলন ও বার্ষিক সাধারণ সভায় আগত সদস্যদের আপ্যায়নের মেন্যু সম্পর্কে নির্মাণ, ক্রয়, সংরক্ষণ ও ব্যবস্থাপনা উপ-কমিটির চেয়ারম্যান জনাব মোঃ হেমায়েত উদ্দিন তালুকদার সভাকে অবহিত করেন। উক্ত দু'টি অনুষ্ঠানে সকালের নাস্তা হিসেবে প্রত্যেক সদস্যকে একটি কলা, লাড্ডু ও পণির সমুচা এবং ২৫০ মি.লি. এর ১ বোতল পানি প্রদান করা হবে মর্মে অবহিত করলে তা অনুমোদিত হয়। সভায় উপস্থিত সদস্যগণ 'স্টার কাবাব' হোটেল হতে দুপুরের খাবার সংগ্রহ করা হলে কম মূল্যে মানসম্মত খাবার পাওয়া যাবে এবং সমিতির উল্লেখযোগ্য পরিমাণ অর্থ সাশ্রয় হবে মর্মে অভিমত ব্যক্ত করায় অনুমোদিত মেন্যু অনুসারে 'স্টার কাবাব' হোটেল থেকে খাবার সংগ্রহের সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। সভায় সমিতির অফিসকে খাবার সরবরাহের দায়িত্ব অর্পণ করা হয়।

১৮ মার্চ, ২০১৮ তারিখে অনুষ্ঠিতব্য সমিতির বার্ষিক সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানে বিনোদন ও সাংস্কৃতিক উপ-কমিটির চেয়ারম্যান জনাব মোঃ আজাদ রহমানকে শিল্পী নির্বাচন এবং অনুষ্ঠান আয়োজন সংক্রান্ত সাউন্ড সিস্টেম ও লাইটিংসহ আনুষাঙ্গিক সার্বিক ব্যবস্থাপনার দায়িত্ব অর্পণ করা হয়। আলোচনান্তে সমিতির বার্ষিক সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের জন্য বাজেট বরাদ্দের উপর ভিত্তি করে ব্যয় বিভাজন অনুমোদন করা হয়। সভায় ২০১৮ সালের সংশোধিত বাজেট ১৯ মার্চ, ২০১৮ তারিখে অনুষ্ঠেয় বার্ষিক সাধারণ সভায় অনুমোদনের পর হারমোনিয়াম ক্রয়ের সিদ্ধান্ত হয়।

সমিতির নিয়োগ, বেতন ও বিধি উপ-কমিটির সুপারিশ মোতাবেক মেধাতালিকায় ১ম স্থান অধিকারী ডাঃ রাশেদুল হাসানকে দু'বছরের জন্য মাসিক টাঃ ৫০,০০০/- (পঞ্চাশ হাজার) সাকূল্য বেতনে ০১ এপ্রিল, ২০১৮ তারিখ হতে চুক্তিভিত্তিক নিয়োগ প্রদানের সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। সাকূল্য এই অর্থের ৬০% বেতন ও অবশিষ্ট ৪০% অন্যান্য ভাতা হিসেবে গণ্য হবে।

সমিতির মহাসচিবের খসড়া বার্ষিক প্রতিবেদন, ২০১৭ সম্পর্কে পর্যালোচনান্তে অনুমোদন করা হয়। সভায় উল্লেখ করা হয় যে, বর্তমান জাতীয় বেতন স্কেল জুলাই-২০১৬ হতে কার্যকর হওয়ার প্রেক্ষিতে সকল পেনশন গ্রহীতার পেনশনের অংক বহুলাংশে বৃদ্ধি পেয়েছে। এর ফলে বিদ্যমান সিলিং অনুযায়ী সমিতির অনেক প্রত্যাশী পেনশনার সদস্য কল্যাণ কার্যক্রমের আওতায় শিক্ষাবৃত্তি, এককালীন অনুদান ও জরুরী চিকিৎসা/কন্যার বিবাহ/প্রাকৃতিক দূর্যোগে সহায়তা খাতে আবেদন করতে পারছেন না। যেহেতু সমিতির কার্যক্রমের মধ্যে এগুলো অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ এবং অগ্রাধিকার পাওয়ার যোগ্য, সে প্রেক্ষাপটে উল্লেখিত কার্যক্রমসমূহ ফলপ্রসূভাবে অব্যাহত রাখার স্বার্থে এ সব খাতে অর্থ বরাদ্দের ক্ষেত্রে আবেদনকারী সদস্যদের পেনশন সিলিং বৃদ্ধির বিষয়টি বিবেচনা করা বিশেষ প্রয়োজন। বর্তমানে শিক্ষাবৃত্তি খাতে পেনশন সিলিং ১৫,০০০/- (পনের হাজার) টাকা এবং এককালীন অনুদান ও জরুরী চিকিৎসা সহায়তা/কন্যার বিবাহ/প্রাকৃতিক দূর্যোগ খাতে ১২,০০০/- (বার হাজার) টাকা বিদ্যমান আছে। বর্ণিত প্রেক্ষাপটে কল্যাণ কার্যক্রমের আওতায় উল্লেখিত খাতসমূহে এককভাবে পেনশন সিলিং ২০,০০০/- (বিশ হাজার) টাকা নির্দিষ্ট করার সুপারিশ অনুমোদন করা হয়।

বর্তমান নিরীক্ষা প্রতিষ্ঠান আহসান কামাল সাদেক এন্ড কোম্পানি লিঃ সমিতির ২০১৭ সালের নিরীক্ষা কার্যক্রম সম্পাদনের ইচ্ছা পোষণ করেছেন। এ প্রেক্ষাপটে প্রতিষ্ঠানটির কার্যক্রম সন্তোষজনক বিবেচনায় পূর্বের অডিট ফি ৪৫,০০০/- (পঁয়তাল্লিশ হাজার) টাকায় সমিতির নিরীক্ষা কার্যক্রম সম্পাদনের সুপারিশ করে সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। সমিতির আজীবন সদস্য ও মুক্তিযোদ্ধা প্রফেসর মোঃ আকবর আলী খানের কিডনী রোগের চিকিৎসা সহায়তা প্রদানের আবেদন আমলে নিয়ে তাকে বিশেষ বিবেচনায় সমিতির জরুরী সহায়তা তহবিল হতে ১,০০,০০০/- (এক লক্ষ) টাকা আর্থিক সহায়তা প্রদানের সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।

প্রধান নির্বাচন কমিশনার, নির্বাচন কমিশনার, রিটার্নিং অফিসার ও সহঃ রিটার্নিং অফিসারগণকে যাতায়াত ভাতা প্রদান সম্পর্কে আলোচনান্তে নির্বাচন সংক্রান্ত সভার তারিখসমূহে কার্যনির্বাহী কমিটির সদস্যদের জন্য বিদ্যমান হারে যাতায়াত ভাতা প্রদানের সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।

সমিতির আজীবন সদস্যভুক্তির জন্য মোট ৯৫টি আবেদন পাওয়া যায়। আবেদনসমূহের তালিকা উক্ত সভায় পেশ করা হয়। তালিকাটি পর্যালোচনান্তে সকল আবেদনকারীর আবেদন সঠিক থাকায় তাদের আজীবন সদস্যভুক্তির আবেদনসমূহ অনুমোদন করা হয় এবং তাদেরকে যথারীতি অবহিত করা হয়। সমিতির নভেম্বর ও ডিসেম্বর, ২০১৭ মাসের আয় ব্যয়ের হিসাব বিবরণী পর্যালোচনান্তে সমিতির নভেম্বর ও ডিসেম্বর, ২০১৭ মাসের প্রাপ্তি ও প্রদান খাতের হিসাব সঠিক থাকায় তা অনুমোদন করা হয়। সমিতির চিকিৎসা কেন্দ্রের ডিসেম্বর, ২০১৭ ও জানুয়ারী, ২০১৮ মাসের চিকিৎসা প্রতিবেদন পর্যালোচনান্তে অনুমোদন করা হয়।

বিবিধ আলোচনাকালে আগামী ১৯ মার্চ, ২০১৮ তারিখে অনুষ্ঠেয় বার্ষিক সাধারণ সভা সুষ্ঠুভাবে সম্পাদনের লক্ষ্যে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়। আলোচনাকালে বার্ষিক সাধারণ সভায় কার্যনির্বাহী কমিটির সদস্যগণকে বক্তব্য না রাখার পক্ষে সিদ্ধান্ত গৃহীত হয় এবং জেলা শাখা সমিতি হতে ২ জন সদস্যকে বক্তব্য রাখার সুযোগ প্রদানে সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়, কারণ তারা আগের দিন জেলা প্রতিনিধি সম্মেলনে বক্তব্য রাখার সুযোগ পেয়েছেন। আগের দিনের তালিকা দেখে মহাসচিব ২ জন বক্তা নির্ধারণ করবেন। এছাড়া বার্ষিক সাধারণ সভায় সর্বমোট ২৫ জনের অধিক সদস্যকে বক্তব্য প্রদানের সুযোগ না দেয়ার পক্ষে মত প্রকাশ করা হলে তা সর্বসম্মতিক্রমে গৃহীত হয়। ১৯/৩/২০১৮ তারিখ সকালে বার্ষিক সাধারণ সভা এবং অপরাহ্নে ২০১৮ ও ২০১৯ মেয়াদের কার্যনির্বাহী কমিটির নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়। নির্বাচনে যারা নির্বাচিত হয়েছেন তাদের তালিকা (পরিশিষ্ট-ক) করা হয়েছে।

অত্র সমিতির ২০১৬-২০১৭ মেয়াদকালের কার্যনির্বাহী কমিটি এবং ২০১৮ ও ২০১৯ মেয়াদের নবনির্বাচিত কার্যনির্বাহী কমিটির এক সৌজন্যমূলক সভা বিগত ২৫ মার্চ, ২০১৮ তারিখে অবসর ভবনের সভাকক্ষে অনুষ্ঠিত হয়। সভায় সভাপতিত্ব করেন সমিতির বিদায়ী সভাপতি জনাব মোঃ মাহে আলম। উক্ত সভায় সৌজন্যমূলক মত বিনিময় হয়।

অত্র সমিতির ২০০৮ ও ২০১৯ মেয়াদের ১ম সভা ০৮ এপ্রিল, ২০১৮ তারিখে অনুষ্ঠিত হয়। সভায় সভাপতিত্ব করেন নবনির্বাচিত সভাপতি জনাব আব্দুল্লাহ হারুন পাশা। সভায় মোট ১৯ জন সদস্য উপস্থিত ছিলেন। সভায় পবিত্র কোরআন থেকে তেলাওয়াত করা হয় এবং প্রয়াত সদস্যগণের রুহের মাগফেরাত কামনা করে মোনাজাত পরিচালনা করেন সমিতির কোষাধ্যক্ষ জনাব এ, কে, শামসুল হক। নবনির্বাচিত সদস্যগণ তাদের নিজ নিজ পরিচিতি প্রদান করেন। অতঃপর বিগত সভার কার্যবিবরণী নিশ্চিত করা হয়। সমিতির পরিচালক (প্রশাসন) বিগত সভার বাস্তবায়ন পরিস্থিতি সম্পর্কে বলেন যে, প্রয়াত সদস্যগণের পরিবারের নিকট শোক প্রস্তাব প্রেরণ করা হয়েছে; সমিতির ২০১৮ ও ২০১৯ মেয়াদকালের নির্বাচন পরিচালনার জন্য একজন প্রধান নির্বাচন কমিশনার ও ২ জন নির্বাচন কমিশনারসহ সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাগণের সম্মানীর অর্থ একাউন্টপেয়ী চেক মারফত প্রদান করা হয়েছে; সমিতির বিগত ১৮ মার্চ, ২০১৮ তারিখে অনুষ্ঠিত জেলা প্রতিনিধি সম্মেলন, বার্ষিক সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান এবং ১৯ মার্চ, ২০১৮ তারিখে অনুষ্ঠিত বার্ষিক সাধারণ সভা ও নির্বাচন সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন হয়েছে; সমিতির চিকিৎসা কেন্দ্রের নাক,কান ও গলা বিভাগের চিকিৎসক হিসেবে ডাঃ রাশেদুল হাসানকে চুক্তিভিত্তিক নিয়োগ প্রদান করা হয়েছে।

কল্যাণ কার্যক্রমের আওতায় অনুদান, শিক্ষাবৃত্তি ও জরুরী চিকিৎসা সহায়তা খাতের আবেদনকারীদের পেনশন সিলিং বৃদ্ধির বিষয়টি সকল জেলা শাখা সমিতিকে অবহিত করার ব্যবস্থা নেওয়া হচ্ছে; সমিতির ২০১৭ সালের নিরীক্ষা কার্যক্রম সম্পাদনের জন্য সংশ্লিষ্ট অডিট প্রতিষ্ঠানকে অডিট ফি বাবদ টাঃ

৪৫,০০০/- প্রদানের বিষয়ে ১৯ মার্চ, ২০১৮ তারিখে অনুষ্ঠিত বার্ষিক সাধারণ সভার অনুমোদন গ্রহণ করা হয়েছে; সমিতির আজীবন সদস্য প্রফেসর মোঃ আলী আকবর খানকে বিশেষ বিবেচনায় মঞ্জুরীকৃত আর্থিক অনুদানের ১,০০,০০০/- (এক লক্ষ) টাকার চেক প্রদান করা হয়েছে এবং বিগত সভায় অনুমোদিত আবেদনকারীগণকে সদস্যভুক্তি সংক্রান্ত বিষয়টি অবহিত করা হয়েছে। ইতোমধ্যে অধিকাংশ আবেদনকারী সমিতির সদস্যভুক্ত হয়েছেন।

সমিতির ২০১৮ ও ২০১৯ মেয়াদকালের নবনির্বাচিত কার্যনির্বাহী কমিটির আওতায় গঠিত নিম্নোক্ত উপ-কমিটিগুলো গঠন করা হয় ঃ

১. অর্থ বিষয়ক উপ-কমিটি

ক্রমিক নং	নাম	সদস্য নং	পদবী
১.	জনাব আবদুল্লাহ হারুন পাশা	আ- ১১৬৫	চেয়ারম্যান
২.	জনাব ইকরাম আহমেদ	আ-২২৪৬	সদস্য
৩.	জনাব মোঃ আবদুল কাইউম ঠাকুর	আ- ১১২৮	”
৪.	জনাব এ,কে, শামসুল হক	আ-১৩২০	”
৫.	জনাব মোঃ মাহে আলম	আ-১৩১৫	”
৬.	জনাব মোঃ জয়নাল আবেদীন	আ- ১৩২৮	”
৭.	জনাব ওয়ালী উল হক খন্দকার	আ- ১৩৩৪	”
৮.	জনাব মোঃ মাহবুব হোসেন	আ- ১৪৪৭	”
৯.	জনাব মোঃ নজরুল ইসলাম	আ- ১৫৪৯	
১০.	সৈয়দ আব্দুল মালেক	আ- ১৯৬০	”
১১.	জনাব মোঃ মোখলেছুর রহমান	আ-২০১৫	”
১২.	জনাব মোঃ গোলাম কিবরিয়া	আ-২২১৮	

২. নিয়োগ, বেতন ও বিধি উপ-কমিটি

ক্রমিক নং	নাম	সদস্য নং	পদবী
১.	জনাব মোঃ আবদুল কাইউম ঠাকুর	আ- ১১২৮	চেয়ারম্যান
২.	জনাব মোঃ আব্দুল মান্নান	আ-২৬২৪	সদস্য
৩.	জনাব এ,কে, শামসুল হক	আ- ১৩২০	”
৪.	জনাব মোঃ আনিসুজ্জামান	আ- ১৯৩৮	”
৫.	জনাব মোঃ মহসীন আলী সরদার (বীরপ্রতিক)	আ- ১৯৪৬	”
৬.	জনাব মোঃ ওয়াসিউজ্জামান আকন্দ	আ-১৮৫১	”
৭.	জনাব এম মিজানুর রহমান	আ -৯৪০	”
৮.	জনাব আবদুস সাত্তার খান	আ - ৭৮১	”
৯.	জনাব বি এম কামাল	আ-১৯৮৮	”
১০.	জনাব মোঃ ফজলুর রহমান	আ-২২৬৭	”
১১.	জনাব মহিউদ্দিন আহমেদ	আ-২৪৩৫	”
১২.	জনাব এ কে ফজলুল হক	আ-২৭৯৭	”

৩. লাইব্রেরী উপ-কমিটি

ক্রমিক নং	নাম	সদস্য নং	পদবী
১.	জনাব মোঃ এনায়েত হোসেন	আ- ১২১০	চেয়ারম্যান
২.	জনাব মোঃ আবদুল কাইউম ঠাকুর	আ- ১১২৮	সদস্য
৩.	খান এম ইব্রাহীম হোসেন	আ-১৬৭২	”
৪.	জনাব সামসাদ বেগম	আ-২৬৩৪	”
৫.	অধ্যাপক মুহাম্মদ শফিউল আলম	আ- ১১৪৯	”
৬.	জনাব কে, এম আখতার হামিদ	আ - ১২৩০	”
৭.	প্রফেসর মোঃ মুতিয়ুর রহমান	আ- ১৩৩৬	”
৮.	জনাব মোঃ মোশাররফ হোসেন চৌধুরী	আ - ১৪৮২	
০৯.	জনাব মোঃ মাহবুবুর রহমান	সা-১৪৯০	”
১০.	জনাব এম আলী আহমেদ	সা-১৫৫১	”
১১.	জনাব আকবর আলী জিন্নাহ	আ- ১৮৭৩	”
১২.	প্রফেসর যোগেন্দ্র কুমার মন্ডল	আ-২৪৭৭	”

৪. প্রকাশনা উপ-কমিটি

ক্রমিক নং	নাম	সদস্য নং	পদবী
১.	জনাব মোঃ আবদুল কাইউম ঠাকুর	আ- ১১২৮	চেয়ারম্যান
২.	জনাব মোঃ ওয়াসিউজ্জামান আকন্দ	আ-১৮৫১	সদস্য
৩.	জনাব ম. হামিদ	আ-২৫৫৬	”
৪.	জনাব এম,এ লতিফ	আ- ৯২২	”
৫.	প্রফেসর মোঃ মাহফুজুর রহমান	আ- ১৩১৮	
৬.	জনাব এ,কে,এম,শফিকুল ইসলাম	আ- ১৬৫৩	”
৭.	প্রফেসর মোহা আবদুল মজিদ	আ-২১৫৩	”
৮.	প্রফেসর অরুণ প্রকাশ শিকদার	আ-২২২২	,,
৯.	গাজী মিজানুর রহমান	আ-২৪৩০	,,
১০.	কাজী আব্দুল কাদের	আ- ১৮৪৩	,,
১১.	জনাব মোঃ আবুল হাসেম	আ-২৭২৯	,,
১২.	ড. মোহাম্মদ আলী খান	আ-২৮৫৪	”

৫. স্বাস্থ্য উপ-কমিটি

ক্রমিক নং	নাম	সদস্য নং	পদবী
১.	জনাব আবদুল্লাহ হারুন পাশা	আ- ১১৬৫	চেয়ারম্যান
২.	জনাব ইকরাম আহমেদ	আ-২২৪৬	সদস্য
৩.	জনাব মোঃ আবদুল কাইউম ঠাকুর	আ- ১১২৮	”
৪.	জনাব মোঃ আনিসুজ্জামান	আ-১৯৩৮	”
৫.	জনাব মোঃ মিজানুর রহমান	আ- ৯৪০	”
৬.	জনাব ফেরদৌস পারভীন	আ- ১৬২৮	”
৭.	জনাব মোঃ ওয়াসিউজ্জামান আকন্দ	আ- ১৮৫১	”
৮.	জনাব মোঃ আব্দুল হাই	আ - ১২৯৯	”
৯.	জনাব মোঃ মাহে আলম	আ-১৩১৫	”
১০.	জনাব মোঃ সাইফ উদ্দিন	আ-১৭৮৬	”
১১.	সৈয়দ গিয়াসউদ্দিন	আ-২৩৫১	”
১১.	অধ্যাপক ডাঃ মোঃ মনিরুজ্জামান	আ-২৪৪৯	”

৬. কল্যাণ উপ-কমিটি

ক্রমিক নং	নাম	সদস্য নং	পদবী
১.	জনাব এ,কে, শামসুল হক	আ- ১৩২০	চেয়ারম্যান
২.	জনাব মোঃ আবদুল কাইউম ঠাকুর	আ- ১১২৮	সদস্য
৩.	জনাব ফেরদৌস পারভীন	আ- ১৬২৮	”
৪.	ড. দীপক কান্তি চৌধুরী (ডি কে চৌধুরী)	আ-১০৫৭	”
৫.	জনাব সুলতানা মুজাদ্দিদা	আ-১৭৮৯	”
৬.	জনাব আবু সাইদ	আ-১৬৭১	”
৮.	জনাব মোঃ আবু বকর ছিদ্দীক	আ-২৩৬৯	”
৯.	জনাব এ,এইচ,এম, সাদিকুল হক	আ-১২৯৬	”
১০.	জনাব মোঃ ফারুক মোল্লা	আ-২৭৩৮	”
১০.	জনাব মোঃ জিয়ারুল ইসলাম	আ-১৮৫৭	”
১১.	জনাব মোহাম্মদ আবদুল মতিন	আ-১৮৮৯	”
১২.	বিভাগীয় প্রতিনিধি- ১০ (দশ) জন		”

৭. গঠনতন্ত্র ও আইন বিষয়ক উপ-কমিটি

ক্রমিক নং	নাম	সদস্য নং	পদবী
১.	জনাব মোঃ আমান উল্লাহ	আ-১৯৬৮	চেয়ারম্যান
২.	জনাব মোঃ মহসীন আলী সরদার (বীরপ্রতিক)	আ-১৯৪৬	সদস্য
৩.	জনাব মোঃ আব্দুল হাই	আ-১২৯৯	”
৪.	জনাব ম. হামিদ	আ-২৫৫৬	”
৫.	জনাব মোঃ মতিউর রহমান শাহ	আ- ৯৬০	”
৬.	জনাব মীর্জা মোঃ আল ফারুক,	আ- ১৪৯৭	”
৭.	জনাব মোঃ মাহবুব হোসেন খান	আ- ১৫৫৭	”
৮.	জনাব মোঃ আবদুল মালেক মিয়া	আ- ১৬০২	”
৯.	জনাব নওশের আহমদ চৌধুরী	আ-২০২৯	”
১০.	ড. রহিম উদ্দীন আহম্মদ	আ- ২১০০	”
১১.	খান হাবিবুর রহমান	আ-২৪৯৯	”
১২.	জনাব এ, কে, এম ইশতিয়াক হুসাইন	আ- ২৬৭২	”

৮. সাংস্কৃতিক উপ-কমিটি

ক্রমিক নং	নাম ও ঠিকানা	সদস্য নং	পদবী
১.	জনাব আজাদ রহমান	আ- ১৩৩২	চেয়ারম্যান
২.	জনাব ম. হামিদ	আ-২৫৫৬	সদস্য
৩.	জনাব মোঃ আবদুল কাইউম ঠাকুর	আ- ১১২৮	”
৪.	জনাব ফেরদৌস পারভীন	আ- ১৬২৮	”
৫.	জনাব সামসাদ বেগম	আ-২৬৩৪	”
৬.	জনাব মোঃ লুৎফর রহমান জোয়ার্দার	আ- ৯৯০	”

ক্রমিক নং	নাম ও ঠিকানা	সদস্য নং	পদবী
৭.	জনাব এ, কে, এম, হাসান জামাল	আ- ১১০৪	”
৮.	জনাব মোহিনী মোহন চক্রবর্তী	আ- ১২৫৯	”
৯.	জনাব মোঃ আবুল কাশেম	আ- ১২৮৫	”
১০.	জনাব আতাউর রহমান	আ- ১৪৭২	”
১১.	জনাব রওশন আরা বেগম	আ-২১৮০	”
১২.	জনাব হাসিন দিলরুবা	আ-২৩৩৫	”

৯. ক্রীড়া উপ-কমিটি

ক্রমিক নং	নাম	সদস্য নং	পদবী
১.	জনাব মোঃ আনিসুজ্জামান	আ- ১৯৩৮	চেয়ারম্যান
২.	খান এম ইব্রাহীম হোসেন	আ- ১৬৭২	সদস্য
৩.	জনাব মোঃ ফজলুল হক	আ- ১৭৬২	”
৪.	জনাব মোহিনী মোহন চক্রবর্তী	আ- ১২৫৯	”
৫.	বেগম শাহানা পারভীন	সা- ১৫১৭	”
৬.	জনাব মোঃ সহিদ উল্লাহ মজুমদার	আ- ১৮০৮	”
৭.	জনাব মোঃ আলী কবির হায়দার	আ-১৮১৫	”
৮.	জনাব মুহাঃ জিয়ারুল ইসলাম	আ- ১৮৫৭	”
৯.	জনাব এ জেড এম মনসুর হোসেন	আ-১৮৯৬	”
১০.	জনাব মোঃ সেকান্দার আলী খলিফা	আ-২১০৬	”
১১.	জনাব মোঃ আলতাফ হোসেন	আ- ২১১১	”
১২.	জনাব মোঃ মনোয়ার হোসেন	আ-২১২০	”

১০. উন্নয়ন উপ-কমিটি

ক্রমিক নং	নাম	সদস্য নং	পদবী
১.	জনাব মোঃ আব্দুল মান্নান	আ-২৬২৪	চেয়ারম্যান
২.	জনাব মোঃ এনায়েত হোসেন	আ- ১২১০	সদস্য
৩.	জনাব মোঃ আবদুল কাইউম ঠাকুর	আ- ১১২৮	”
৪.	জনাব শেখ হাসিবুর রহমান	আ- ১৪২৭	”
৫.	জনাব মোঃ নূরুল হক	আ- ১৭৪৯	”
৬.	জনাব আহমেদ উল্লাহ	আ-২০০৭	”
৭.	প্রকৌশলী মোঃ আবুল কাশেম	আ- ২০৬৫	”
৮.	জনাব মোঃ গোলাম কিবরিয়া	আ- ২২১৮	”
৯.	প্রকৌশলী মুক্তিযোদ্ধা সামসুজজোহা চৌধুরী	আ-২৩১৯	”
১০.	জনাব মোঃ আহসানুল হক খান	আ-২৫০২	”
১১.	ড. মোঃ ওমর ফারুক খান	আ-২৬২০	”
১২.	জনাব প্রকাশ চন্দ্র নাথ	আ-২৬২৯	”

১১. অভ্যন্তরীণ নিরীক্ষা উপ- কমিটি

ক্রমিক নং	নাম	সদস্য নং	পদবী
১.	খান এম ইব্রাহীম হোসেন	আ- ১৬৭২	চেয়ারম্যান
২.	ড. দীপক কান্তি চৌধুরী (ডি কে চৌধুরী)	আ- ১০৫৭	সদস্য
৩.	জনাব মোঃ আশরাফ আলী হাওলাদার	আ ১৩৪৬	”
৪.	জনাব এম,এ আজিজ	আ-১৪৬৯	”
৫.	জনাব মোঃ শাহ আলম কলমদার	আ-২০৬৩	”
৬.	জনাব মহীতোষ দে আমিন	আ-২৩৫৩	”
৭.	জনাব এ টি এম ইউনুস মিয়া	আ- ২৪৬০	”
৮.	জনাব মোঃ তাহের জামিল	আ- ১৯১৮	”
৯.	ইঞ্জিনিয়ার দেওয়ান নকীব আহসান	আ- ২৪২২	”
১০.	হিসাব রক্ষণ কর্মকর্তা		”

১২. দরপত্র উন্মুক্তকরণ কমিটি

ক্রমিক নং	নাম	সদস্য নং	পদবী
১.	জনাব মোঃ ওয়াসিউজ্জামান আকন্দ	আ-১৮৫১	চেয়ারম্যান
২.	জনাব মোঃ আমান উল্লাহ	আ-১৯৬৮	সদস্য
৩.	জনাব সুলতানা মুজাদ্দিদা	আ-১৭৮৯	”
৪.	জনাব মাহমুদ হাসান খান	সা- ১৪৯৪	”
৫.	জনাব মোঃ হাবিবুর রহমান মিয়ান	আ-২৫৪৭	”
৬.	জনাব মোঃ আবুল বজল	আ-২১৮৪	”
৭.	আলহাজ্ব আব্দুল মালেক	আ- ১৪২৪	”
৮.	উপ-বিভাগীয় প্রকৌশলী, গণপূর্ত রক্ষণাবেক্ষণ বিভাগ	-	”
৯.	প্রতিনিধি, সমাজসেবা অধিদপ্তর	-	”
১০.	পরিচালক (কার্যক্রম)	-	”

১৩. দরপত্র প্রস্তাব মূল্যায়ন কমিটি

ক্রমিক নং	নাম	সদস্য নং	পদবী
১.	জনাব এম মিজানুর রহমান	আ - ৯৪০	চেয়ারম্যান
২.	জনাব এ কে শামসুল হক	আ- ১৩২০	সদস্য
৩.	জনাব মোঃ ফজলুল হক	আ- ১৭৬২	”
৪.	প্রকৌশলী মোঃ আবুল কাশেম	আ- ২০৬৫	”
৫.	জনাব সামসাদ বেগম	আ-২৬৩৪	”
৬.	জনাব মোঃ আবদুল মান্নান মোল্লা	সা- ১৪৪৫	”
৭.	জনাব আবু হেনা আমিনুল হক	আ- ২৭৪৯	”
৮.	নির্বাহী প্রকৌশলী, গণপূর্ত রক্ষণাবেক্ষণ বিভাগ	-	”
৯.	সমাজসেবা অধিদপ্তর এর প্রতিনিধি	-	”
১০.	পরিচালক (প্রশাসন)	-	”

১৪. ব্যবস্থাপনা উপ-কমিটি

ক্রমিক নং	নাম	সদস্য নং	পদবী
১.	জনাব মোঃ মহসীন আলী সরদার (বীরপ্রতিক)	আ-১৯৪৬	চেয়ারম্যান
২.	জনাব মোঃ আব্দুল মান্নান	আ-২৬২৪	সদস্য
৩.	জনাব মোঃ আবদুল কাইউম ঠাকুর	আ- ১১২৮	”
৪.	জনাব মোঃ ফজলুল হক	আ –১৭৬২	”
৫.	জনাব মোঃ রফিকুল আলম	আ- ৯৫৫	”
৬.	জনাব মোঃ মুজিবুর রহমান	আ- ১৩৫৬	”
৭.	জনাব মোহাম্মদ শহীদ উল্লা	আ - ১৭৩৩	”
৮.	জনাব জয়নুল আবেদিন	আ - ১৭৩৪	”
৯.	জনাব মোঃ মুজাহিদ কবির	আ-১৮০৪	”
১০.	জনাব মোঃ মাহবুবুল আলম	আ-২৪২৩	”
১১.	জনাব ম. আ. কাশেম মাসুদ	আ-২৫২৩	”
১২.	জনাব মোঃ আব্দুল খালেক	আ- ২৭৫৬	”

১৫. পেনশনারস বেনিফিট উপ-কমিটি

ক্রমিক নং	নাম	সদস্য নং	পদবী
১.	জনাব ইকরাম আহমেদ	আ-২২৪৬	চেয়ারম্যান
২.	জনাব মোঃ আনিসুজ্জামান,	আ-১৯৩৮	সদস্য
৩.	জনাব মোঃ আবদুল কাইউম ঠাকুর	আ- ১১২৮	”
৪.	জনাব মোঃ এনায়েত হোসেন	আ- ১২১০	”
৫.	জনাব মোঃ আব্দুল হাই	আ - ১২৯৯	”
৬.	জনাব খান এম ইব্রাহীম হোসেন	আ-১৬৭২	”
৭.	জনাব মোঃ নাজমুল হাই	আ – ১৭৮৩	”
৮.	জনাব হারাধন দাস	আ-১৮৭২	”
৯.	প্রকৌশলী হারুন অর রশিদ	আ-১৯৩৭	”
১০.	জনাব রাশিদা খাতুন	আ-২০৬০	”
১১.	জনাব মোঃ আলতাফ হোসেন	আ-২১১১	”
১২.	জনাব আবদুর রব খান	আ-২৬৪৭	”

বিবিধ আলোচ্যসূচীতে বেশ কয়েকজন সদস্য বক্তব্য রাখেন, তাদের বক্তব্য থেকে নিম্নবর্ণিত সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয় ঃ

(ক) পেনশনারদের বিভিন্ন ন্যায্য দাবী পূরণের লক্ষ্যে উদ্যোগ গ্রহণ করা;

(খ) বার্ষিক সাধারণ সভায় পরলোকগত সদস্যদের নামের তালিকা প্রকাশ করা;

(গ) কেন্দ্রীয় সমিতির সদস্যেদের এককালীন জরুরী চিকিৎসা অনুদান প্রদানের জন্য একটি নীতিমালা প্রণয়ন করে কার্যনির্বাহী কমিটির সভায় উপস্থাপন করা;

(ঘ) সমিতির উন্নয়নের জন্য স্বল্পমেয়াদী ও দীর্ঘমেয়াদী পরিকল্পনা প্রণয়ন করা;

(ঙ) সমিতির সদস্যদের তথ্য সম্বলিত একটি ডাইরেক্টরী প্রকাশ করা;

(চ) উপ-কমিটিসমূহের জন্য যে কর্মপরিধি ইতোপূর্বে প্রণয়ন করা হয়েছে তা নির্বাহী কমিটির পরবর্তী সভায় উপস্থাপন করা।

পরবর্তীতে ০৭ জুন, ২০১৮ তারিখে কার্যনির্বাহী কমিটির সভা অনুষ্ঠিত হয়। সভায় সভাপতিত্ব করেন সমিতির সভাপতি জনাব আব্দুল্লাহ হারুন পাশা। সভায় ১৯ জন সদস্য উপস্থিত ছিলেন। আলোচ্যসূচি অনুযায়ী প্রয়াত সদস্যগণের রুহের মাগফেরাত কামনা করে মোনাজাত করা হয়। বিগত সভার কার্যবিবরণী সামান্য সংশোধনপূর্বক নিশ্চিত করা হয়। পরিচালক (প্রশাসন) বিগত সভার সিদ্ধান্তসমূহের বাস্তবায়ন পরিস্থিতি সম্পর্কে জানান যে, (১) প্রয়াত সদস্যগণের পরিবারের নিকট শোক প্রস্তাব প্রেরণ করা হয়েছে; (২) সমিতির ২০১৮ ও ২০১৯ মেয়াদের আওতায় গঠিত

উপ-কমিটিতে অন্তর্ভুক্তির বিষয়ে উপ-কমিটিসমূহের সদস্যবৃন্দকে অবহিত করা হয়েছে; (৩) পেনশনারদের বিভিন্ন ন্যায্য দাবী-দাওয়া পূরণের লক্ষ্যে মাননীয় অর্থমন্ত্রীর সাথে বিগত ২০ মে, ২০১৮ তারিখ সমিতির সভাপতির নেতৃত্বে এক প্রতিনিধি দল তাঁর মন্ত্রণালয়ের কার্যালয়ে সাক্ষাৎপূর্বক অবসরপ্রাপ্তদের দাবী-দাওয়া উপস্থাপন করেছে; (৪) সমিতির পরলোকগত সদস্যদের নামের তালিকা আগামী বার্ষিক সাধারণ সভায় উপস্থাপনের উদ্যোগ নেয়া হবে; (৫) কেন্দ্রীয় সমিতির সদস্যদের এককালীন জরুরী চিকিৎসা অনুদান প্রদানের জন্য নীতিমালা প্রণয়ণের বিষয়টি কল্যাণ উপ-কমিটির সভায় উপস্থাপন করা হবে। কল্যাণ উপ-কমিটির সুপারিশসহ তা কার্যনির্বাহী কমিটিতে উপস্থাপন করা হবে; (৬) সমিতির উন্নয়নের জন্য স্বল্প মেয়াদী ও দীর্ঘমেয়াদী পরিকল্পনা প্রণয়ের উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। ইতোমধ্যে চিকিৎসাকেন্দ্রের উন্নয়নের জন্য স্বাস্থ্য উপ-কমিটির সুপারিশ অদ্যকার সভায় উপস্থাপন করা হয়েছে; (৭) সমিতির তথ্য সম্বলিত ডাইরেক্টরী প্রণয়ণের জন্য উদ্যোগ গ্রহণ করা হবে এবং (৮) বিভিন্ন উপ-কমিটির কর্মপরিধি ইতোপূর্বে প্রণয়ন করা হয়েছিল। কিন্তু বর্তমানে কতিপয় উপ-কমিটির নাম পরিবর্তনের প্রেক্ষাপটে প্রয়োজনীয় কিছু সংশোধনপূর্বক কর্মপরিধি কার্যনির্বাহী কমিটির পরবর্তী সভায় উপস্থাপন করা হবে। উপস্থাপিত বাস্তবায়ন পরিস্থিতিতে সভায় সন্তোষ প্রকাশ করা হয়।

সাংস্কৃতিক উপ-কমিটির ১০ এপ্রিল, ২০১৮ তারিখে অনুষ্ঠিত সভার সুপারিশ সম্পর্কে মহাসচিব বলেন যে, উপ-কমিটির সভায় সদস্যদের দাবীর মুখে সভাপতির অনুমোদনক্রমে বাজেট বহির্ভূত ৫০,০০০/- (পঞ্চাশ হাজার) টাকায় একটি অত্যাধুনিক হারমোনিয়াম (চেঞ্জার) ক্রয় করা হয়েছে। উক্ত টাকা সংশোধিত বাজেটে অন্তর্ভুক্ত করা হবে।

পেনসনারস বেনিফিট উপ-কমিটির সভাপতি সভাকে অবহিত করেন যে, উপ-কমিটির উপস্থাপিত কার্যবিবরণীর সুপারিশের আলোকে পেনশনারদের সুযোগ সুবিধা বৃদ্ধিকল্পে পেনশনারদের দাবী দাওয়া সম্পর্কে একটি প্রতিবেদন তৈরী করে উক্ত প্রতিবেদনসহ অর্থমন্ত্রী, অর্থ প্রতিমন্ত্রী, অর্থ সচিব, অর্থ মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটির চেয়ারম্যান এর সাক্ষাৎ করা হয়েছে। মন্ত্রিপরিষদ সচিব সার্বিকভাবে পেনশনারদের সমস্যাদি নিরসনে তার সমর্থন থাকবে বলে আশ্বস্ত করেছেন।

প্রকাশনা উপ-কমিটির ০৭ মে, ২০১৮ তারিখে সভার কার্যবিবরণীটি নিশ্চিত করা হয়।

স্বাস্থ্য উপ-কমিটির ০৮ মে, ২০১৮ তারিখে অনুষ্ঠিত সভায় নিম্নোক্ত সুপারিশসমূহ অনুমোদন করা হয় ঃ

(ক) চিকিৎসা কেন্দ্রে একটি এক্সরে মেশিন স্থাপন;

(খ) বার্ষিক স্বাস্থ্য পরীক্ষায় HBA1C ও PSA পরীক্ষা অন্তর্ভূক্তি;

(গ) নাক, কান ও গলা বিভাগ এবং ফিজিক্যাল মেডিসিন বিভাগের চিকিৎসকের ৫০/- টাকা ফি ০১ জুলাই, ২০১৮ হতে রহিত করা;

(ঘ) সমিতির চিকিৎসা কেন্দ্রে একজন নেফ্রোলজি ও একজন ইউরোলজি চিকিৎসক নিয়োগ করা;

উক্ত বিষয়ে সদস্যগণ বিস্তারিত আলোচনা করেন। আলোচনা শেষে উপ-কমিটির বর্নিত সুপারিশসমূহ অনুমোদন করা হয়।

কল্যাণ উপ-কমিটির বিষয় সম্পর্কে আলোচনাকালে পরিচালক (কার্যক্রম) বলেন যে, জেলা শাখা সমিতিসমূহ থেকে বিপুল সংখ্যক সাহায্যের আবেদন পাওয়া যায় এবং সেগুলো পরীক্ষা নিরীক্ষা করে অর্থ বরাদ্দের সুপারিশ করা দীর্ঘমেয়াদী প্রক্রিয়া। বাস্তবতা বিবেচনা করে বিগত বৎসরসমূহের ন্যায় এ বছরও কল্যাণ কার্যক্রমের সুপারিশকৃত অর্থ কল্যাণ উপ-কমিটির চেয়ারম্যানের সুপারিশ, মহাসচিব ও সভাপতির অনুমোদন গ্রহণপূর্বক যথাশীঘ্র প্রেরণ করে পরবর্তী কার্যনির্বাহী কমিটির ভূতাপেক্ষ অনুমোদন নেয়ার যে পদ্ধতি চালু আছে তা অব্যাহত রাখার জন্য তিনি প্রস্তাব করেন। আলোচনাক্রমে উক্ত প্রস্তাব অনুমোদন করা হয়।

অতঃপর ৯ নং আলোচ্যসূচিতে মহাসচিব গঠনতান্ত্রিক বাধ্যবাধকতার কথা উল্লেখ করে আট বিভাগে নিম্নবর্ণিত ১০ (দশ) জন বিভাগীয় প্রতিনিধির নাম অনুমোদনের জন্য উপস্থাপন করেন:

ক্রমিক নং	বিভাগ	নাম ও পরিচিতি
১.	ঢাকা - ০১	জনাব মোঃ আবদুস সাত্তার শেখ সাধারণ সম্পাদক, গাজীপুর জেলা শাখা।
২.	ঢাকা - ০২	অধ্যাপক মোঃ ফজলুল হক চেয়ারম্যান, মানিকগঞ্জ জেলা শাখা।
৩.	ময়মনসিংহ	আলহাজ্ব মোঃ আবদুর রাজ্জাক চেয়ারম্যান, জামালপুর জেলা শাখা।
৪.	চট্টগ্রাম - ০১	জনাব মোঃ আরফান আলী সাধারণ সম্পাদক, রাঙ্গামাটি জেলা শাখা।
৫.	চট্টগ্রাম - ০২	অধ্যক্ষ প্রফেসর কাজী মুহাম্মদ রফিকউল্লা চেয়ারম্যান, নোয়াখালী জেলা শাখা।
৬.	খুলনা	খন্দকার মিজানুর রহমান সাধারণ সম্পাদক, ঝিনাইদহ জেলা শাখা।
৭.	রাজশাহী	জনাব মোঃ জাহাঙ্গীর আলী সাধারণ সম্পাদক, রাজশাহী জেলা শাখা।
৮.	বরিশাল	জনাব বেলায়েত হোসেন খান সাধারণ সম্পাদক (ভারপ্রাপ্ত), পিরোজপুর জেলা শাখা
৯.	সিলেট	অধ্যাপক মোঃ আব্দুল্লাহ সাবেক চেয়ারম্যান, হবিগঞ্জ জেলা শাখা।
১০.	রংপুর	জনাব মোঃ মনোয়ার হোসেন সাধারণ সম্পাদক, রংপুর জেলা শাখা।

নবনির্বাচিত কার্যনির্বাহী কমিটিতে ১০ জন বিভাগীয় প্রতিনিধির সহযোজন অনুমোদন করা হয়।

সমিতির মহাসচিব সময়ের চাহিদা মোতাবেক সমিতির চাকরিবিধি, নিয়োগবিধি ও অর্গানোগ্রাম পুনর্বিন্যাস সম্পর্কে উল্লেখ করেন যে, বাস্তবতার নিরিখে সমিতির উল্লেখিত বিধিসমূহ পুনর্বিন্যাস করা আবশ্যক হয়ে পড়েছে। বিষয়টি নিয়োগ, বেতন ও বিধি উপ-কমিটির মাধ্যমে এ সংক্রান্ত সুপারিশ কার্যনির্বাহী কমিটির সভায় উপস্থাপন করার সিদ্ধান্ত হয়।

সমিতির জন্য ওয়েব সাইট খোলা সম্পর্কে আলোচনা কালে সমিতির পরিচালক (প্রশাসন) সভায় উপস্থাপন করে সকলকে অবহিত করেন যে, ওয়েবসাইট চালানোর মত দক্ষ জনবল সমিতিতে রয়েছে এবং ওয়েবসাইট খোলার জন্য প্রস্তাবটির ব্যয় হবে আনুমানিক ৮,০০০/- (আট হাজার) টাকা ও এর জন্য বার্ষিক নবায়ন ফি দিতে হবে ২,৯০০/- (দুই হাজার নয়শত) টাকা। এ অবস্থায় কমিটির সদস্য জনাব ম. হামিদ আলোচনায় অংশ নিয়ে অভিমত ব্যক্ত করে বলেন যে প্রাথমিকভাবে ডোমিনী স্থাপন সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে প্রয়োজনীয় তথ্য উপাত্ত ওয়েবসাইটে সংযোজন করা যেতে পারে।

সমিতির পুরাতন ভবনে বিদ্যমান ২০০ কে.ভি পোল মাউন্টেড ট্রান্সফরমার এর পরিবর্তে একটি নতুন ট্রান্সফরমার স্থাপন সম্পর্কে আলোচনাকালে সমিতির পরিচালক (প্রশাসন) একটি পূর্ণাঙ্গ কার্যপত্র সভায় তুলে ধরে সভাকে অবহিত করেন যে, বর্তমান ট্রান্সফরমারটি অত্যন্ত পুরাতন হওয়ায় প্রায়ই অচল হয়ে পড়ে ও নিয়ত তা বিদ্যুৎ বিভ্রাটের কারণ হয়ে দাঁড়ায়। কমিটির তরফ হতে সকল সদস্য বিষয়টি উন্নয়ন উপ-কমিটির মাধ্যমে কার্যনির্বাহী কমিটিতে উপস্থাপনের অভিমত ব্যক্ত করেন।

কার্যনির্বাহী কমিটির কোষাধ্যক্ষ সমিতির জানুয়ারী-মার্চ, ২০১৮ সময়ের প্রাপ্তি ও প্রদান খাতের হিসাব বিবরণী সভায় উপস্থাপন করলে তা সর্বসম্মতিক্রমে অনুমোদন করা হয়।

নতুন সদস্যভুক্তির জন্য প্রাপ্ত মোট ১০৬ জনের আবেদনের একটি তালিকা পরিচালক (প্রশাসন) সভায় উপস্থাপন করলে সদস্যদের সম্মতিক্রমে ১০৬ জন নতুন সদস্যকে সমিতির সদস্য হিসেবে অন্তর্ভুক্তির বিষয়টি অনুমোদন করা হয়।

সমিতির চিকিৎসা কেন্দ্রের ফেব্রুয়ারী-এপ্রিল, ২০১৮ সময়ের চিকিৎসা প্রতিবেদন সম্পর্কে পরিচালক (কার্যক্রম) সকলের জ্ঞাতার্থে উপস্থাপন করলে উহা সর্বসম্মতিক্রমে অনুমোদিত হয়। বিবিধ আলোচ্যসূচিতে কার্যনির্বাহী কমিটির সদস্য জনাব ম. হামিদ উল্লেখ করেন যে, সমিতির নামফলকটি দৃশ্যমান নয় এবং সমিতি ভবনের সামনে একটি দৃশ্যমান নামফলক স্থাপন করা প্রয়োজন। প্রস্তাবটি অনুমোদিত হয় এবং এ ব্যাপারে সমিতির কার্যালয়ের প্রশাসনিক শাখাকে আশু কার্যক্রম গ্রহণের অনুরোধ করা হয়।

উপ-কমিটিসমূহের সভা

নির্মাণ, ক্রয়, সংরক্ষণ ও ব্যবস্থাপনা উপ-কমিটি

২০১৬ ও ২০১৭ মেয়াদে গঠিত নির্মাণ, ক্রয়, সংরক্ষণ ও ব্যবস্থাপনা উপ-কমিটির এক সভা বিগত ১০ জানুয়ারী, ২০১৮ তারিখে অনুষ্ঠিত হয়। সভায় ১০ জন সদস্য উপস্থিত ছিল। উপ-কমিটির চেয়ারম্যান জনাব মোঃ হেমায়েত উদ্দিন তালুকদার সকলকে স্বাগত জানিয়ে আলোচ্যসূচী মোতাবেক সভার কার্যক্রম শুরু করেন। বিগত সভার কার্যবিবরণীটি সঠিকভাবে লিপিবদ্ধ করা হয়েছে মর্মে উপস্থিত সদস্যবৃন্দ অভিমত ব্যক্ত করায় কার্যবিবরণীটি নিশ্চিত করা হয়। বিগত সভায় গৃহীত সিদ্ধান্তের বাস্তবায়ন সম্পর্কে আলোচনাকালে উপ-কমিটির চেয়ারম্যান বলেন যে, বনভোজন অনুষ্ঠানটি সুষ্ঠুভাবে ও আনন্দঘন পরিবেশে অনুষ্ঠিত হয়। তিনি এ বিষয়ে উপস্থিত সদস্যগণের মতামত আহ্বান করলে প্রত্যেকে বনভোজনটি সফলভাবে সম্পন্ন হয়েছে বলে মত প্রকাশ করেন।

সমিতির পুরাতন ভবনের বৈদ্যুতিক লাইনে ব্যবহৃত ২০ বছরের পুরাতন (Pole mounted) Out door 200KVA Transformer পরিবর্তন/প্রতিস্থাপনের বিষয়ে প্রয়োজনীয় মতামত প্রদানের জন্য অত্র উপ-কমিটির সদস্য প্রকৌশলী মুক্তিযোদ্ধা সামসুজজোহা চৌধুরীকে দায়িত্ব অর্পণ করা হয়েছিল। বর্ণিত বিষয়ে তিনি সভাকে অবহিত করেন যে, কোন প্রাইভেট প্রতিষ্ঠানের Transformer পরিবর্তন সংক্রান্ত কাজ ডিপিডিসি করে না। Transformer নিজস্ব অর্থে ক্রয় করে বৈদ্যুতিক কাজ সংশ্লিষ্ট কোন ঠিকাদার প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে যথাস্থানে স্থাপনের কাজ সম্পন্ন করা যেতে পারে। এ পর্যায়ে পরিচালক (প্রশাঃ ও অর্থ) উল্লেখ করেন যে আলোচ্য কাজটি ব্যয় সাপেক্ষ এবং এটি সম্পন্ন করতে খোলা বিজ্ঞপ্তির আশ্রয় নিতে হবে। বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের পূর্বে আলোচ্য কাজটি সম্পর্কিত সার্বিক প্রস্তুতিমূলক কাজ যথা Transformer ক্রয় ও স্থাপন কাজের শিডিউল তৈরী এবং টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি ইত্যাদি সকল দায়িত্ব প্রকৌশলী মুক্তিযোদ্ধা সামসুজজোহা চৌধুরীকে অর্পণ করা হয়।

সমিতির পুরাতন ভবনের লিফটটি অকেজো হয়ে পড়ায় যত দ্রুত সম্ভব বর্তমান লিফ্টটি অপসারণ করে নতুন একটি লিফট প্রতিস্থাপন করা হবে মর্মে প্রশাসনিকভাবে প্রস্তাব করা হয়েছে। কর্তৃপক্ষের সিদ্ধান্তক্রমে বিষয়টি নির্মাণ, ক্রয়, সংরক্ষণ ও ব্যবস্থাপনা উপ-কমিটিতে বিবেচনা ও সিদ্ধান্তের জন্য উপস্থাপন করা হয়েছে। পর্যালোচনান্তে সভায় সর্বসম্মতিক্রমে লিফটের বিষয়ে প্রকৌশলী মুক্তিযোদ্ধা সামসুজজোহা চৌধুরীকে এটির সার্বিক অবস্থা বিবেচনায় নিয়ে করণীয় বিষয়ে একটি প্রতিবেদন দেয়ার জন্য অনুরোধ করে সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।

নতুন ভবনের নীচতলায় পশ্চিম পার্শ্বে বৈদ্যুতিক সাব-ষ্টেশনটি গত ৭ বছর পূর্বে ভবন তৈরীর সময় স্থাপন করা হয়েছে। সাব-ষ্টেশনে স্থিত বৈদ্যুতিক ইকুইপমেন্টগুলো হাইভোল্টেজ সম্পন্ন হওয়ায় ইহা মেইনটেনেন্স করার যথাযথ ইনস্ট্রুমেন্ট ও ম্যানপাওয়ার না থাকায় অদ্যাবধি মেইনটেনেন্স করা সম্ভব হয় নাই। এমনকি মেইনটেনেন্সের জন্য কোন প্রতিষ্ঠানের সাথে চুক্তিও করা হয় নাই। বর্ণিত বিষয়টি অধিক গুরুত্বপূর্ণ হিসেবে বিবেচনায় নিয়ে এ সম্পর্কে পরবর্তী সভার আলোচ্যসূচিতে অন্তর্ভূক্ত করার সিদ্ধান্ত হয়।

পরবর্তীতে ২০ ফেব্রুয়ারী, ২০১৮ তারিখে নির্মাণ, ক্রয়, সংরক্ষণ ও ব্যবস্থাপনা উপ-কমিটির আরেকটি সভা অনুষ্ঠিত হয়। সভায় ১০ জন সদস্য উপস্থিত ছিলেন। আলোচ্যসূচি মোতাবেক বিগত সভার কার্যবিবরণী নিশ্চিত করা হয়। বিগত সভায় গৃহীত সিদ্ধান্তের বাস্তবায়ন সম্পর্কে সমিতির পরিচালক (প্রশাসন) উল্লেখ করেন যে, পুরাতন ভবনের লিফ্টটি সচল করার জন্য আজিজ এন্ড কোম্পানীর পরিবর্তে একজন দক্ষ টেকনিশিয়ানকে দায়িত্ব দিলে তিনি অতিদ্রুত লিফ্টি সচল করে দেন এবং উহা অদ্যাবধি সচল আছে। লিফটি প্রতিস্থাপন না করে প্রশাসনিক অনুমোদন নিয়ে বর্তমান যে টেকনিশিয়ান লিফটি চালু করেছেন তার কোম্পানীর সাথে একটি নতুন রক্ষণাবেক্ষন চুক্তি স্বাক্ষর করা হয়েছে। নূতন ভবনের সাব স্টেশনটি রক্ষণাবেক্ষণের জন্য পরবর্তীতে আলোচ্যসূচীভূক্ত করা হবে। সভায় আগামী ১৮ ও ১৯ মার্চ, ২০১৮ তারিখে অনুষ্ঠেয় যথাক্রমে জেলা প্রতিনিধি সম্মেলন ও বার্ষিক সাধারণ সভায় আগত সদস্যদের আপ্যায়ন ও দুপুরের খাবারের মেন্যু এবং সংখ্যা নির্ধারণ করা হয়। সভায় উপস্থিত সদস্যগণ 'স্টার কাবাব' হোটেল হতে খাবার সংগ্রহ করা হলে কম মূল্যে মানসম্মত খাবার পাওয়া যাবে এবং সমিতির বেশ পরিমাণ অর্থ সাশ্রয় হবে মর্মে অভিমত ব্যক্ত করেন। বর্ণিত প্রেক্ষাপটে আলোচিত মেন্যু অনুসারে 'স্টার কাবাব' হোটেল থেকে খাবারের মূল্য সংগ্রহ করে উক্ত হোটেল থেকে খাবার সংগ্রহ করার সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।

দরপত্র প্রস্তাব মূল্যায়ন কমিটি

২০১৬ ও ২০১৭ মেয়াদে গঠিত সমিতির দরপত্র প্রস্তাব মূল্যায়ণ কমিটির এক সভা ২২ ফেব্রুয়ারী, ২০১৮ তারিখে অবসর ভবনে অনুষ্ঠিত হয়। সভায় ৫ জন সদস্য উপস্থিত ছিলেন। সভায় সভাপতিত্ব করেন কমিটির চেয়ারম্যান জনাব মোঃ সাহেব আলী মৃধা। আলোচ্যসূচী অনুযায়ী সমিতির পুরাতন ভবনের ১০০কেভিএ অটো জেনারেটর-২ ও নতুন ভবনের ৪৩৭কেভিএ জেনারেটরের ব্যাটারী ক্রয়ের লক্ষ্যে প্রাপ্ত কোটেশনসমূহ সভায় উপস্থাপন করা হয়। প্রাপ্ত কোটেশন সংখ্যা ৪টি। কোটেশন ৪টির মধ্যে সর্বনিম্ন দরদাতা প্রতিষ্ঠান Super Uttara Battery & Type Co এর দাখিলকৃত Rangs Power Battery 12Volt,105AH, Model : N100Z এর ২টি ব্যাটারী ২১,৪০০/- (একুশ হাজার চারশত) এবং Rangs Power Battery 12Volt,185AH Model: RP-27 এর ২টি ব্যাটারী ২৭,৪০০/- (সাতাশ হাজার চারশত) টাকা, সর্বমোট ৪টি ব্যাটারী ভ্যাট ও ট্যাক্সসহ (২১,৪০০+২৭,৪০০)= ৪৮,৮০০/-(আটচল্লিশ হাজার আটশত) টাকায় ক্রয়ের কার্যাদেশ প্রদানের সুপারিশ করা হয়।

২০১৮ ও ২০১৯ মেয়াদের কার্যনির্বাহী কমিটির আওতায় গঠিত দরপত্র প্রস্তাব মূল্যায়ন কমিটির ১ম সভা বিগত ৩১ মে, ২০১৮ তারিখে কমিটির চেয়ারম্যান জনাব এম. মিজানুর রহমান এর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত হয়। আলোচ্যসূচী অনুযায়ী কমিটির উপস্থিত সদস্যগণ নিজ নিজ পরিচিতি প্রদান করেন। অত্র সমিতির ষান্মাসিক পত্রিকা "অবসর জীবন" জানুয়ারী-জুন ও জুলাই-ডিসেম্বর, ২০১৮ এর দু'টি সংখ্যা মুদ্রণের উদ্দেশ্যে দরপত্র বিজ্ঞপ্তি জারীর প্রেক্ষিতে উন্মুক্তকরণ কমিটি কর্তৃক প্রাপ্ত দরপত্রের প্রস্তুতকৃত তুলনামূলক বিবরণী সভায় উপস্থাপন করা হয়। উক্ত বিবরণী পর্যালোচনান্তে ৪টি প্রতিষ্ঠানের মধ্যে দি গুডলাক প্রিন্টার্স এর উদ্ধৃত দর টাঃ ৪,৩৯,০০০/- (চার লক্ষ উনচল্লিশ হাজার) সর্বনিম্ন হয়। সর্বনিম্ন দরদাতা প্রতিষ্ঠান হিসেবে দি গুডলাক প্রিন্টার্সকে দরপত্রে উল্লেখিত কাজের বিবরণ অনুযায়ী আনুমানিক ২৫ ফর্মায় ২,৫০০ কপি "অবসর জীবন" ম্যাগাজিন এর ২টি সংখ্যা সর্বমোট টাঃ ৪,৩৯,০০০/- (চার লক্ষ উনচল্লিশ হাজার) মূল্যে মুদ্রণের কার্যাদেশ প্রদানের সুপারিশ করে সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।

বিনোদন ও সাংস্কৃতিক উপ-কমিটি

২০১৬ ও ২০১৭ মেয়াদের আওতায় গঠিত বিনোদন ও সাংস্কৃতিক উপ-কমিটির একটি সভা বিগত ১৯ ফেব্রুয়ারী, ২০১৮ তারিখে উপ-কমিটির চেয়ারম্যান জনাব আজাদ রহমানের সভাপতিত্বে অবসর ভবনে অনুষ্ঠিত হয়। সভায় ৮ জন সদস্য উপস্থিত ছিলেন। আলোচ্যসূচি মোতাবেক বিগত সভার কার্যবিবরণী নিশ্চিত করা হয়। সমিতির ১৮ মার্চ, ২০১৮ তারিখে অনুষ্ঠেয় বার্ষিক সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের শিল্পী নির্বাচন, আয়োজন এবং ব্যয় বিভাজন সম্পর্কে আলোচনাকালে শিল্পীদের নাম প্রস্তাব করার জন্য উক্ত উপ-কমিটির চেয়ারম্যান আহ্বান করলে সভায় উপস্থিত সদস্যবৃন্দ কাদেরী কিবরিয়া, তিমির নন্দী, সমরজিৎ রায়, ফেরদৌস আরা, কোনাল, ন্যান্সি, মিতালী মুখার্জী, বাদশাহ বুলবুল ও সাবিনা ইয়াসমিনের নাম প্রস্তাব করেন। বিনোদন সাংস্কৃতিক উপ-কমিটির চেয়ারম্যান জনাব মোঃ আজাদ রহমানকে উপরোক্ত শিল্পীবৃন্দের

৮-এর পাতায় দেখুন

জেলা প্রতিনিধি সভা- ২০১৭

বিগত ১৮ মার্চ, ২০১৮ তারিখে সমিতির বার্ষিক জেলা প্রতিনিধি সম্মেলন- ২০১৭ অবসর ভবনের দোতলায় অনুষ্ঠিত হয়। সমিতির কার্যনির্বাহী কমিটির সদস্যবৃন্দের সাথে সকল জেলা শাখা সমিতির চেয়ারম্যান ও সাধারণ সম্পাদকদের মত বিনিময় সভায় সভাপতিত্ব করেন অত্র সমিতির সভাপতি জনাব মোঃ মাহে আলম। সভায় ১০৮ জন জেলা প্রতিনিধি উপস্থিত ছিলেন। সভায় পবিত্র কোরআন তেলাওয়াতের মাধ্যমে সভার সূচনা হয়। অতঃপর সমিতির প্রয়াত সদস্যদের রুহের মাগফেরাত কামনা করে মোনাজাত পরিচালনা করেন সমিতির কার্যনির্বাহী কমিটির সদস্য জনাব এ কে শামসুল হক। সমিতির মহাসচিব জনাব মোঃ আবদুল কাইউম ঠাকুর স্বাগত বক্তব্যে জেলা হতে আগত প্রতিনিধিদের মত বিনিময় সভায় যোগদানের জন্য ধন্যবাদ ও অভিনন্দন জ্ঞাপন করেন। মহাসচিবের প্রাথমিক বক্তব্যের পর জেলা শাখাসমূহ হতে আগত ২৪ জন প্রতিনিধি স্ব স্ব জেলার সমস্যা সম্বলিত বক্তব্য তুলে ধরেন। জেলা প্রতিনিধিগণ মোটামোটি একই ধরনের বিষয়াদি তাদের বক্তব্যে তুলে ধরে সেগুলোর আশু সমাধানে কেন্দ্রীয় সমিতির কার্যকর পদক্ষেপ গ্রহণের আবেদন জানান। তাদের সকলের বক্তব্য বিশ্লেষণ করে নিম্নবর্ণিত সুপারিশ পাওয়া যায় ঃ(১) জেলা শাখা সমিতির বিভিন্ন খাতে বরাদ্দ বৃদ্ধি করা; (২) অত্র সমিতির শাখা উপজেলা পর্যায়ে পর্যন্ত বিস্তৃত করা; (৩) জেলা শাখা সমিতির কম্পিউটার অপারেটরদের বেতন দেওয়ার ব্যবস্থা করা; (৪) পেনশনারদের জন্য পেনশনারস ব্যাংক স্থাপন করা; (৫) পুনরায় সুদমুক্ত ঋণ চালু করার ব্যবস্থা করা; (৬) জেলা শাখার কার্যনির্বাহী কমিটির মেয়াদ ৩ বছর পর্যন্ত বৃদ্ধি করা; (৭) পেনশন বৈষম্য দূরীকরণের ব্যবস্থা করা; (৮) শিক্ষাবৃত্তির ফরম সহজীকরণ করা; (৯) জেলা শাখা সমিতির গঠনতন্ত্রের অসংগতিগুলো সংশোধন করার ব্যবস্থা করা; (১০) কেন্দ্রীয় সমিতির ন্যায় একই গঠনতন্ত্র জেলা শাখায় প্রবর্তনের ব্যবস্থা করা; (১১) জেলা শাখা সমিতিতে একাদিক্রমে তিনবারের অধিক চেয়ারম্যান ও সাধারণ সম্পাদক পদে নির্বাচনে অংশ নেয়ার অধিকার প্রবর্তন করা; (১২) প্রতি জেলায় একটি করে ক্যালেন্ডার ও ডাইরী প্রেরণের ব্যবস্থা করা; (১৩) জেলা শাখার সমিতির গঠনতন্ত্রে সাংগঠনিক সম্পাদকের পদ সৃষ্টি করা; (১৪) কেন্দ্রীয় সমিতির ভবনে বিদ্যমান রেস্ট হাউজের মান ও কলেবর বৃদ্ধি করা; (১৫) এক পদ এক পেনশন ব্যবস্থা প্রবর্তনে কার্যকর পদক্ষেপ নেয়া; (১৬) সরকারী হাসপাতালে পেনশনারদের জন্য আলাদা কাউন্টারের ব্যবস্থা করা; (১৭) জেলা শাখা সমিতির চেয়ারম্যানদের পদবী সভাপতি ও সাধারণ সম্পাদকের পদবী মহাসচিব হিসেবে অভিহিত করা; (১৮) জেলা শাখা সমিতির চেয়ারম্যান ও সাধারণ সম্পাদকের যাতায়াত ভাতা বৃদ্ধি করা; (১৯) কেন্দ্রীয় সমিতির নাম বাংলাদেশ পেনশনারস

১০-এর পাতায় দেখুন

উপ-কমিটিসমূহের সভা

৭-এর পাতার পর

মধ্য হতে ৪ (চার) জন শিল্পী নির্বাচন এবং অনুষ্ঠান আয়োজন সংক্রান্ত সাউন্ড সিস্টেম ও লাইটিংসহ আনুসাঙ্গিক সার্বিক ব্যবস্থাপনার কাজ সম্পাদনের জন্য দায়িত্ব অর্পণ করা হয়।

আলোচনান্তে সমিতির বার্ষিক সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের জন্য বাজেট বরাদ্দ অনুসারে নিম্নোক্ত ব্যয় বিভাজন অনুযায়ী অনুষ্ঠানটি সম্পন্ন করার সুপারিশ করে সিদ্ধান্ত গৃহীত হয় ঃ

ক্রমিক নং	খাত	সম্ভাব্য ব্যয়ের পরিমান
১.	শিল্পী সম্মানী ৪ জন	৪৮,০০০.০০
২.	যন্ত্রশিল্পী ৭ জন	২১,০০০.০০
৩.	সাউন্ড সিস্টেম ও আলোকসজ্জা	১২,০০০.০০
৪.	আপ্যায়ন ৫০০ জন	৩০,০০০.০০
৫.	ফটোগ্রাফ	৩,০০০.০০
৬.	ব্যানার ও বিবিধ	৬,০০০.০০
	সর্বমোট =১,২০,০০০.০০	

যেহেতু নগদ অর্থ বিভিন্ন খাতে ব্যয় হবে, সেহেতু উক্ত অর্থ সমিতির একজন কর্মচারীর অনুকূলে অগ্রিম হিসেবে প্রদানের জন্য সুপারিশ করে সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।

সমিতির ২০১৮ ও ২০১৯ মেয়াদের নবনির্বাচিত কার্যনির্বাহী কমিটির আওতায় গঠিত সাংস্কৃতিক উপ-কমিটির প্রথম সভা বিগত ১০ এপ্রিল, ২০১৮ তারিখে উপ-কমিটির চেয়ারম্যান জনাব আজাদ রহমানের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত হয়। সভায় ৯ জন সদস্য উপস্থিত ছিলেন। উপ-কমিটির সদস্যগণ স্ব-স্ব পরিচয় তুলে ধরেন। বিগত সভার কার্যবিবরণীটি উপস্থাপন করা হলে উহা সর্বসম্মতিক্রমে নিশ্চিত করা হয়। আগামী ২৪ এপ্রিল, ২০১৮ তারিখে সমিতির নববর্ষবরণ অনুষ্ঠানের আয়োজন সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনান্তে নিম্নোক্ত সুপারিশসমূহ গৃহীত হয় ঃ

(ক) ইতিপূর্বের সিদ্ধান্ত অনুযায়ী বর্ষবরণ অনুষ্ঠানটি সমিতির সদস্য ও তাদের নিকট আত্মীয় শিল্পীবৃন্দ দ্বারা পরিবেশিত হবে।

(খ) অনুষ্ঠানে রবীন্দ্র সঙ্গীত, নজরুল সঙ্গীত, আধুনিক সঙ্গীত ও লোক সঙ্গীত পরিবেশন করা হবে।

(গ) গানের মাঝে মাঝে কবিতা আবৃত্তি ও দ্বৈত পাঠ উপস্থাপন করা হবে।

(ঘ) সদস্যদের মনোরঞ্জনের স্বার্থে মান সম্পন্ন শিল্পীদের সুযোগ দেওয়ার সিদ্ধান্ত হয়।

(ঙ) নিম্নবর্ণিত শিল্পীদের মধ্যে হতে শিল্পী বাছাইয়ের ব্যবস্থা করা ঃ

* জনাব লুৎফর রহমান জোয়ার্দার * জনাব এ, কে, এম হাসান জামাল * জনাব দিলীর জামান * জনাব মোঃ আবুল কাশেম * জনাব ফেরদৌস পারভীন * জনাব সামসাদ বেগম * সাদিয়া * জনাব খাদিজা খানম * জনাব আনসার আলী খান * জনাব নুসরাত সুলতানা * মিতুল * জনাব শহীদ কবির পলাশ।

(চ) শিল্পী বাছাইয়ের ক্ষেত্রে জনাব এ, কে, এম হাসান জামালকে আহ্বায়ক ও সর্বজনাব আবুল কাশেম, লুৎফর রহমান জোয়ার্দার, ফেরদৌস পারভীন ও সামসাদ বেগমকে নিয়ে একটি বাছাই কমিটি গঠন করা হয়।

(ছ) অনুষ্ঠানে কবিতা আবৃত্তি করবেন সর্বজনাব আজাদ রহমান, মোঃ আবদুল কাইউম ঠাকুর, ম. হামিদ ও মোহিনী মোহন চক্রবর্তী।

(জ) শিল্পী বাছাই অনুষ্ঠান সমিতির সম্মেলন কক্ষে ১৭ এপ্রিল, ২০১৮ তারিখ পূর্বাহ্ন ১০.৩০ ঘটিকায় অনুষ্ঠিত হবে।

(ঝ) জনাব মোহিনী মোহন চক্রবর্তী অনুষ্ঠান সুশৃঙ্খলনার দায়িত্ব পালন করবেন।

(ঞ) ২৪ এপ্রিল, ২০১৮ তারিখ এর পূর্বে অনধিক ৫০,০০০/- (পঞ্চাশ হাজার) টাকা মূল্যে একটি হারমোনিয়াম ক্রয়ের সুপারিশ করে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়। হারমোনিয়াম ক্রয়ের জন্য সর্বজনাব এ, কে, এম হাসান জামাল, লুৎফর রহমান জোয়ার্দার ও মোহিনী মোহন চক্রবর্তীকে দায়িত্ব অর্পণ করা হয়। উক্ত কাজে সমিতির প্রশাসনিক কর্মকর্তা জনাব মোঃ শাহ আলম তাদেরকে সহযোগিতা প্রদান করবেন।

(ট) অতঃপর বাজেট বরাদ্দ অনুসারে নিম্নোক্ত ব্যয় বিভাজন অনুযায়ী অনুষ্ঠানটি সম্পন্ন করার সুপারিশ করে সিদ্ধান্ত গৃহীত হয় ঃ

ক্রমিক নং	খাত	সম্ভাব্য ব্যয়ের পরিমান
১.	শিল্পীদের সম্মানী ও রির্হাসসেল বাবদ	৩২,০০০.০০
২.	সাউন্ড সিস্টেম বাবদ	১০,০০০.০০
৩.	যন্ত্রশিল্পী সম্মানী বাবদ	১৮,০০০.০০
৪.	নাস্তা বাবদ	৩০,০০০.০০
৫.	ব্যানার বাবদ	১,২০০.০০
৬.	ফটোগ্রাফ বাবদ	১,০০০.০০
৭.	লেবার চার্জ	১,০০০.০০
৮.	আনুসঙ্গিক মালামাল ক্রয় (এরোসেল এয়ারফ্রেশনার) বাবদ	২,০০০.০০
৯.	হারমোনিয়াম ক্রয়	৫০,০০০.০০
১০.	বিবিধ	৪,৮০০.০০
	সর্বমোট = ১,৫০,০০০.০০	

এতদপ্রেক্ষিতে আগামী ২৪ এপ্রিল, ২০১৮ তারিখের পূর্বে একটি হারমোনিয়াম ক্রয়সহ বিভিন্ন নগদ ব্যয় মিটানোর লক্ষ্যে ১,৫০,০০০/- (এক লক্ষ পঞ্চাশ হাজার) টাকা সমিতির একজন কর্মচারীর অনুকূলে অগ্রীম প্রদান করার সুপারিশ করে সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।

নিয়োগ, বেতন ও বিধি উপ-কমিটি

২০১৬ ও ২০১৭ মেয়াদে গঠিত নিয়োগ, বেতন ও বিধি উপ-কমিটির সভা বিগত ২০ ফেব্রুয়ারী, ২০১৮ তারিখে অবসর ভবনে অনুষ্ঠিত হয়। সভায় ৯ জন সদস্য উপস্থিত ছিলেন। সভায় সভাপতিত্ব করেন উক্ত উপ-কমিটির চেয়ারম্যান ড. খোন্দকার শওকত হোসেন। সভায় আলোচ্যসূচি অনুযায়ী বিগত সভার কার্যবিবরণী সকলের সম্মতিক্রমে নিশ্চিত করা হয়। সমিতির চিকিৎসাকেন্দ্রের নাক, কান ও গলা বিভাগের চিকিৎসক পদে নিয়োগের জন্য নিয়োগ বোর্ড ১৪ ফেব্রুয়ারী, ২০১৮ তারিখে প্রার্থীদের সাক্ষাৎকার প্রদানের জন্য আহ্বান করে। তদনুযায়ী ডাঃ রাশেদুল হাসান ও ডাঃ এস. এম হাবিবুল্লাহ বাহার সাক্ষাৎকারে উপস্থিত হন। সাক্ষাৎকার গ্রহণের পর মেধাতালিকায়

উপ-কমিটিসমূহের সভা

৮-এর পাতার পর

১ম স্থান অধিকারী ডাঃ রাশেদুল হাসানকে দু'বছরের জন্য চুক্তিভিত্তিক নিয়োগের জন্য সুপারিশ করে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়।

প্রকাশনা উপকমিটির সভা

বিগত ০১ মার্চ, ২০১৮ তারিখে সমিতির প্রকাশনা উপ-কমিটির এক সভা উপ-কমিটির চেয়ারম্যান জনাব মুহাম্মদ আব্দুস সাত্তারের সভাপতিত্বে অবসর ভবনে অনুষ্ঠিত হয়। সভায় ৮ জন সদস্য উপস্থিত ছিলেন। চেয়ারম্যান অসুস্থ থাকায় বিগত সভায় উপস্থিত থাকতে পারেন নাই বলে দুঃখ প্রকাশ করেন। সভার শুরুতে আলোচ্যসূচি অনুযায়ী বিগত সভার কার্যবিবরণী নিশ্চিত করা হয়।

মহাসচিব মহোদয় উপস্থিত সদস্যদের অবহিত করেন যে, অবসর জীবন ম্যাগাজিন জুলাই-ডিসেম্বর, ২০১৭ সংখ্যা মুদ্রণে সমস্যার সৃষ্টি হয়েছে। তাই জরুরী ভিত্তিতে আজকের সভা আহ্বান করা হয়েছে। বেশ কিছুদিন যাবত মুদ্রণকারী প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে যোগাযোগের চেষ্টা করলেও তাকে পাওয়া যাচ্ছিল না। কেউ ফোন ধরে না। লোক মারফত খবর নিয়ে জানা গেছে সে প্রেস তালাবদ্ধ এবং মালিক মামলার কারণে জেলে আছেন। আলোচনা অনুযায়ী টেন্ডারের ২য় নিম্ন দরদাতাকে জুলাই-ডিসেম্বর, ২০১৭ সংখ্যা ছাপানোর জন্য অনুরোধ করা হলে উক্ত প্রেস বর্তমান অবস্থার প্রেক্ষিতে ম্যাগাজিন ছাপাতে অনীহা প্রকাশ করে। সুতরাং উদ্ভূত পরিস্থিতিতে পুরানো পরিচিত প্রেস এসোসিয়েট প্রেসের সাথে আলাপ হয়। তাকে সব কিছু খুলে বললে এসোসিয়েট প্রেস অল্প সময়ের মধ্যে জুলাই-ডিসেম্বর, ২০১৭ সংখ্যা ছাপাতে সম্মতি প্রকাশ করে এবং আমাদের অনুরোধে পূর্বের রেটে ছাপাতে রাজী হয়। প্রকাশনা উপ-কমিটির চেয়ারম্যান মহোদয় বলেন যে, সময় কম থাকায় যত দ্রুত সম্ভব সভাপতি মহোদয়ের সাথে আলোচনা করে জুলাই-ডিসেম্বর, ২০১৭ সংখ্যাটি প্রকাশের ব্যবস্থা করা হোক। অতঃপর সভাপতি মহোদয়ের সাথে আলাপ করে এসোসিয়েট প্রেসের দ্বারা উক্ত সংখ্যাটি ছাপানো হয়।

পেনশনারস বেনিফিট উপ-কমিটি

অত্র সমিতির ২০১৮ ও ২০১৯ মেয়াদকালের আওতায় নবগঠিত পেনশনারস বেনিফিট উপ-কমিটির প্রথম সভা বিগত ২২ এপ্রিল, ২০১৮ তারিখে উপ-কমিটির চেয়ারম্যান জনাব ইকরাম আহমেদ এর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত হয়। বিশেষ আমন্ত্রণক্রমে সভাপতি জনাব আব্দুল্লাহ হারুন পাশা, কোষাধ্যক্ষ জনাব মোঃ শামসুল হক ও অধ্যাপক রাশিদা বেগম সভায় উপস্থিত ছিলেন। সভার শুরুতে নবগঠিত পেনশনার বেনিফিট উপ-কমিটির সদস্যগণ নিজ নিজ পরিচিতি প্রদান করেন। বিগত সভার কার্যবিবরণীটি উপস্থাপন করা হলে উহা সর্বসম্মতিক্রমে নিশ্চিত করা হয়। পেনশনারদের বিভিন্ন ন্যায়সঙ্গত দাবী আদায় সম্পর্কে বিশদ আলোচনা করেন সর্বজনাব এ. আর খান, মোঃ এনায়েত হোসেন, মোঃ আব্দুল হাই ও মোঃ আনিসুজ্জামান এবং আরও অনেকে। উল্লেখিত সদস্যগণের বক্তব্যের সারসংক্ষেপ নিম্নরূপ ঃ

১। পেনশনারদের চিকিৎসা খরচ বেশি বিবেচনায় চিকিৎসা ভাতা বৃদ্ধি করার প্রচেষ্টা অব্যাহত রাখা;

২। পেনশন কমিউটকারীদের নির্দিষ্ট মেয়াদান্তে পুনরায় পেনশনের আওতায় আনয়ন করা ;

৩। পেনশন বৈষম্য দূরীকরণের ব্যবস্থা করা ও একপদ এক পেনশন (Same Rank - Same Pension) ব্যবস্থা প্রবর্তন করা ;

৪। "পেনশন সমর্পণকারী" পরিবর্তে "পেনশন কমিউটকারী" হিসেবে ভবিষ্যৎ আবেদনে উল্লেখ করা;

৫। পূর্ণপেনশন কমিউটকারীদের পুনরায় পেনশন প্রদানের ব্যবস্থা করার জন্য গঠিত শতভাগ সমর্পনকারী পেনশনার্স ফোরাম বিলুপ্ত করার ব্যাপারে সদস্য জনাব এ আর খান এর প্রস্তাবের বিষয়ে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা;

উল্লেখিত দাবী-দাওয়া সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা করে আলোচিত দাবী-দাওয়াগুলো অন্তর্ভুক্ত করে উহা একটি সংশোধিত আবেদন প্রস্তুত করে অর্থমন্ত্রী মহোদয়ের সাক্ষাৎকারের সময়কালে তার কাছে হস্তান্তরের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়। বিবিধ আলোচনাকালে জনাব এ, আর, খানের প্রস্তাবের সমর্থনে দুর্নীতি দমন কমিশনের প্রাক্তন চেয়ারম্যান ও অত্র সমিতির আজীবন সদস্য জনাব বদিউজ্জামানকে পেনশনারস বেনিফিট উপ-কমিটিতে সহযোজনের সুপারিশ করা হয়।

স্বাস্থ্য উপ-কমিটি সভা

অত্র সমিতির ২০১৮ ও ২০১৯ মেয়াদের আওতায় গঠিত স্বাস্থ্য উপ-কমিটির প্রথম সভা ০৮ মে, ২০১৮ তারিখে উক্ত উপ-কমিটির চেয়ারম্যান জনাব আব্দুল্লাহ হারুন পাশার সভাপতিত্বে অবসর ভবনে অনুষ্ঠিত হয়। সভায় আলোচ্যসূচী অনুযায়ী উপ-কমিটির সদস্যগণ নিজ নিজ পরিচিতি প্রদান করেন। স্বাস্থ্য উপ-কমিটির বিগত সভার কার্যবিবরণীটি সর্বসম্মাতিক্রমে নিশ্চিত করা হয়। সমিতির চিকিৎসা কেন্দ্রের উন্নয়ন সম্পর্কে বিস্তারিত পর্যালোচনান্তে নিম্নোক্ত বিষয়গুলো সুপারিশ করে সিদ্ধান্ত গৃহীত হয় ঃ

১. বার্ষিক স্বাস্থ্য পরীক্ষায় HbA1c ও PSA টেস্ট অন্তর্ভুক্ত করার বিষয়টি নীতিগতভাবে গ্রহণ করে ১ জুলাই, ২০১৮ থেকে উহা কার্যকর করার সুপারিশ করা হয়।

২. সমিতির সদস্যদের জন্য নাক, কান ও গলা বিভাগ ও ফিজিক্যাল মেডিসিন চিকিৎসকের ফি বাবদ ধার্যকৃত ৫০.০০ টাকা জুলাই, ২০১৮ হতে মওকুফ করা;

৩. সমিতির চিকিৎসা কেন্দ্রে একজন নেফ্রোলজি চিকিৎসক নিয়োগের ব্যবস্থা করা;

৪. চিকিৎসা কেন্দ্রে সমিতির আর্থিক সামর্থ্য বিবেচনায় একটি মানসম্পন্ন এক্সরে মেশিন ক্রয়ের মাধ্যমে রেডিওলজি বিভাগ চালু করার ব্যবস্থা গ্রহণের লক্ষ্যে সুপারিশ প্রদানের জন্য নিম্নোক্ত কমিটি গঠন করা হয় ঃ

(ক) অধ্যাপক ডাঃ মোঃ মনিরুজ্জামান - আহবায়ক
(খ) জনাব মোঃ ওয়াসিউজ্জামান আকন্দ - সদস্য
(গ) জনাব মোঃ মিজানুর রহমান - সদস্য
(ঘ) জনাব মোঃ আব্দুল হাই - সদস্য

কমিটিকে আগামী ২ সপ্তাহের মধ্যে সুপারিশ/প্রতিবেদন দাখিলের অনুরোধ করা হয়।

৫. মাসিক চিকিৎসা প্রতিবেদনে হোমিও চিকিৎসকের নিকট হতে তথ্য নিয়ে রোগীর সংখ্যা লিপিবদ্ধ করা;

৬. সমিতির গঠনতন্ত্র থেকে "দাতব্য চিকিৎসা কেন্দ্র" কথাটি ভবিষ্যতে বাদ দেয়ার ব্যবস্থা করা;

৭. জেলা ও উপজেলা পর্যায়ের হাসপাতালে জেলা শাখা সমিতির সদস্যদের চিকিৎসা ক্ষেত্রে অগ্রাধিকার প্রদানের জন্য স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয় ও সিভিল সার্জনগণকে অনুরোধ করে পত্র দেয়া;

দরপত্র প্রস্তাব উন্মুক্তকরণ কমিটির

অত্র সমিতির দরপত্র প্রস্তাব উন্মুক্তকরণ কমিটির চেয়ারম্যান জনাব মোঃ ওয়াসিউজ্জামান আকন্দ এর সভাপতিত্বে কমিটির ১ম সভা বিগত ২৮ মে, ২০১৮ তারিখ অবসর ভবনে অনুষ্ঠিত হয়। নবগঠিত দরপত্র উন্মুক্তকরণ কমিটির উপস্থিত সদস্যগণ নিজ নিজ পরিচিতি প্রদান করেন। অত্র সমিতির অবসর জীবন ষান্মাসিক পত্রিকার জানুয়ারী-জুন ও জুলাই-ডিসেম্বর, ২০১৮ সংখ্যা মুদ্রণের জন্য বিগত ১১ মে, ২০১৮ তারিখে দৈনিক **"ইত্তেফাক"** পত্রিকায় বিজ্ঞপ্তি জারী করা হয়। সিডিউল ক্রয়কারী ০৫ (পাঁচ) টি প্রতিষ্ঠানের মধ্যে ০৪ (চার) টি প্রতিষ্ঠান নির্ধারিত সময়ের মধ্যে দরপত্র দাখিল করে। অবশিষ্ট ০১ (একটি) টি প্রতিষ্ঠান দরপত্র দাখিল করেনি। প্রাপ্ত দরপত্রগুলো যথাসময়ে উন্মুক্ত করা হয়। এ সময় শুধুমাত্র আনিসা প্রতিষ্ঠানের পক্ষে একজন প্রতিনিধি উপস্থিত ছিলেন। সভায় মন্তব্যসহ দরপত্রগুলোর তুলনামূলক বিবরণী মূল্যায়ন কমিটির সভায় প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য উপস্থাপনের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়।

লাইব্রেরী উপ-কমিটির সভা

অত্র সমিতির ২০১৮-১৯ মেয়াদের জন্য গঠিত লাইব্রেরী উপ-কমিটির ১ম সভা বিগত ০৩/০৬/২০১৮ তারিখে উপ-কমিটির চেয়ারম্যান জনাব মোঃ এনায়েত হোসেন এর সভাপতিত্বে অবসর ভবনে অনুষ্ঠিত হয়। নবগঠিত লাইব্রেরী উপ-কমিটির সদস্যগণ নিজ নিজ পরিচিতি প্রদান করেন। বিগত সভার কার্যবিবরণী সভায় নিশ্চিত করা হয়। সভায় বিস্তারিত আলোচনার পর নিম্নবর্ণিত সিদ্ধান্ত/সুপারিশ গ্রহণ করা হয় ঃ

(১) ২০১৮ সালের বাজেটে বরাদ্দকৃত অর্থের মধ্যে অব্যয়িত ১,১৫,০০০/-(এক লক্ষ পনের হাজার) টাকা দ্বারা বই পত্র ক্রয়ের জন্য একটি অনু-কমিটি গঠন করা হয়।

(২) পাঠক/সদস্যদের সুবিধার্থে লাইব্রেরী কক্ষে আরও একটি টেবিল স্থাপনের জন্য সুপারিশ করা হয়।

(৩) পাঠক/সদস্যদের উপস্থিতি বৃদ্ধির কারণে কক্ষে আরও একটি ২ (দুই) টন (BTU) ক্ষমতা সম্পন্ন স্প্লিট টাইপ এসি স্থাপনের জন্য সুপারিশ করা হয়।

ইন্ডাউমেন্ট ফান্ড ম্যানেজমেন্ট কমিটি

অত্র সমিতির ইন্ডাউমেন্ট ফান্ড ম্যানেজমেন্ট কমিটির এক সভা বিগত ০৫ জুন, ২০১৮ তারিখে কমিটির আহ্বায়ক জনাব আব্দুল্লাহ হারুন পাশা এর সভাপতিত্বে

উপ-কমিটিসমূহের সভা

৯-এর পাতার পর

অনুষ্ঠিত হয়। সভায় ৮ জন সদস্য উপস্থিত ছিলেন। উপস্থিত সদস্যগণ স্ব স্ব পরিচিতি প্রদান করেন। বিগত সভার কার্যবিবরণীটি নিশ্চিতকরণ করা হয়।

আহ্বায়কের অনুরোধক্রমে সমিতির মহাসচিব ইন্ডাউমেন্ট ফান্ড তহবিল সম্পর্কে আলোকপাতকালে জানান যে, এই সমিতি সর্বপ্রথম ২০১৫ সালে ২৮/০২/২০১৫ তারিখ ৫ (পাঁচ) কোটি টাকা এবং ২৯/১১/২০১৫ তারিখ ৫ (পাঁচ) কোটি টাকা সর্বমোট ১০ (দশ) কোটি টাকা অর্থ প্রাপ্ত হয়। উক্ত অর্থ প্রাপ্তির পর পরই ২টি ব্যাংকের প্রত্যেকটিতে ৫ (পাঁচ) কোটি টাকা করে মোট ১০ (দশ) কোটি টাকা স্থায়ী আমানত হিসাবে জমা রাখা হয়। ইন্ডাউমেন্ট ফান্ড নীতিমালা অনুযায়ী উক্ত ফান্ড থেকে প্রাপ্ত মুনাফার ৭৫% সমিতির খরচের জন্য অগ্রনী ব্যাংকে সমিতির নিজস্ব একাউন্টে স্থানান্তর করা হয়। এভাবে ১ বছর অতিবাহিত হয় এবং ২৯/১২/২০১৬ তারিখে ইন্ডাউমেন্ট ফান্ড কমিটির সর্বশেষ সভায় ডিসেম্বর, ২০১৬ পর্যন্ত হিসাব (আয়-ব্যয়) উপস্থাপনপূর্বক পর্যালোচনা করা হয়।

তিনি সভায় ২৯/১২/২০১৬ থেকে ৩১/১২/২০১৭ পর্যন্ত সময়কালের ইন্ডাউমেন্ট ফান্ডের হিসাবাদি নিম্নোক্তভাবে উপস্থাপন করেন ঃ

সময়	আয়	ব্যয়
২৯/১২/২০১৬ থেকে ৩১/১২/২০১৭	১,০০,৬৪,১১১.২৩	১,০০,৬৪,১১১.২৩

আয়-ব্যয়ের বিশদ বিবরণ সভার নোটিশের সাথে সকলকে দেয়া হয়েছে মর্মে অবহিত করা হয়। মহাসচিব আরও জানান যে, বর্তমানে ইন্ডাউমেন্ট ফান্ডের স্থায়ী আমানত বিধিমোতাবেক ২৫% মুনাফাসহ ১০,৪৫,৫১,৪৩৮.৬৩ টাকা হয়েছে। যা বিভিন্ন ব্যাংকে জমা আছে। তদনুযায়ী সকলে প্রদত্ত হিসাবাদি পর্যালোচনা করে তা যথাযথ আছে মর্মে অভিমত ব্যক্ত করেন।

বিবিধ আলোচনাকালে এ বছরে ইন্ডাউমেন্ট ফান্ড বাবদ আরো দশ কোটি টাকা প্রাপ্তির প্রস্তাব জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ের মাধ্যমে অর্থ বিভাগে প্রেরণের ব্যবস্থা নিতে অনুরোধ জানিয়ে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন। বিস্তারিত আলোচনাকালে সমিতির নিজস্ব অর্থায়নে ক্রয়কৃত উত্তরার ১ বিঘা প্রাতিষ্ঠানিক প্লটটির বাস্তব দখল গ্রহণ এবং বৃদ্ধাশ্রম ও হাসপাতাল নির্মাণের নিমিত্ত প্রয়োজনীয় প্রকল্প প্রস্তুত করে তা জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ের মাধ্যমে বাস্তবায়নের উপর গুরুত্বারোপ করা হয়।

অত্র সমিতির সভাপতির নেতৃত্বে গোপালগঞ্জ ও মানিকগঞ্জ জেলা শাখা কার্যালয় পরিদর্শন এবং টুঙ্গীপাড়া সফর

বিগত ১১ মে, ২০১৮ তারিখে গোপালগঞ্জ সার্কিট হাউস সম্মেলন কক্ষে বাংলাদেশ অবসরপ্রাপ্ত সরকারী কর্মচারী কল্যাণ সমিতির সভাপতি জনাব আব্দুল্লাহ হারুন পাশা এর নেতৃত্বে ঢাকা হতে আগত কেন্দ্রীয় সমিতির প্রতিনিধিগণের সাথে গোপালগঞ্জ জেলা শাখার কর্মকর্তাদের মতবিনিময় সভা অনুষ্ঠিত হয়। গোপালগঞ্জের জেলা প্রশাসক জনাব মোঃ মোকলেছুর রহমান সরকার ও পুলিশ সুপার জনাব মুহাম্মদ সাইদুর রহমান খান এ সময়ে উপস্থিত ছিলেন। মত বিনিময় সভায় কেন্দ্রীয় সমিতির সহ-সভাপতি জনাব আব্দুল মান্নান ও জনাব ইকরাম আহমেদ, মহাসচিব জনাব মোঃ আবদুল কাইউম ঠাকুর, যুগ্ম-মহাসচিব জনাব মোঃ আনিসুজ্জামান ও পরিচালক (কার্যক্রম) জনাব এস. এম কামরুজ্জামান উপস্থিত ছিলেন। সভায় গোপালগঞ্জ জেলা শাখায় চেয়ারম্যান জনাব মোঃ আব্দুল কালাম আজাদ সভায় সভাপতিত্ব করেন। স্বাগত বক্তব্যে জেলা প্রশাসক, গোপালগঞ্জ জেলা শাখা সমিতির কার্যক্রম পরিচালনায় সকল প্রকার সহযোগিতার আশ্বাস দেন। অতঃপর উপস্থিত সকলে স্ব স্ব পরিচিতি প্রদান করেন। জেলা শাখার সাধারণ সম্পাদক জনাব মোঃ ইমদাদুল হক সমিতির ঘরটি তাদের অফিসের কার্যক্রম পরিচালনার জন্য অপর্যাপ্ত বিধায় আরেকটি কক্ষ অথবা প্রয়োজনীয় জায়গা সমিতির অফিস করার জন্য বরাদ্দ প্রদানের অনুরোধ জানান। তিনি এ ব্যাপারে জেলা প্রশাসকের দৃষ্টি আকর্ষণ করে সহযোগিতা কামনা করেন। পরবর্তীতে মহাসচিব ও সভাপতি সভায় বক্তব্য রাখেন।

কেন্দ্রীয় সমিতির সভাপতি জনাব আবদুল্লাহ হারুন পাশা গোপালগঞ্জ জেলা শাখার সদস্যদের কল্যাণের লক্ষ্যে স্থানীয়ভাবে গৃহীত কার্যক্রমের জন্য সংশ্লিষ্টদের ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন।

পরদিন ১২ মে, ২০১৮ তারিখে কেন্দ্রীয় সমিতির সভাপতি ও কর্মকর্তাবৃন্দ গোপালগঞ্জ জেলা শাখা কার্যালয়ে পরিদর্শন করেন। এ সময় বর্তমান অফিস ঘরের পিছনের গাছটি কেটে ঘরটি সম্প্রসারণের ব্যাপারে কেন্দ্রীয় সমিতির নেতৃবৃন্দ অভিমত ব্যক্ত করেন। অতঃপর সকাল ১০.০০ ঘটিকায় তারা সকলে জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের সমাধি সৌধের উদ্দেশ্যে রওনা হন এবং ১০.৩০ মিনিটে টুঙ্গীপাড়াস্থ বঙ্গবন্ধুর সমাধিস্থলে উপস্থিত হন। সেখানে টুঙ্গীপাড়া উপজেলা পরিষদের চেয়ারম্যান, উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা ও সহকারী কমিশনার তাদের স্বাগত জানান। অতঃপর সভাপতি মহোদয়ের নেতৃত্বে সকলে জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের সমাধিতে পুস্পস্তবক অর্পণ করেন এবং স্থানীয় মসজিদের ইমাম সাহেবের সাথে কবর জিয়ারত শেষে তাঁর আত্মার শান্তি কামনা করে দোয়া ও মোনাজাতে অংশগ্রহণ করেন।

টুঙ্গীপাড়াস্থ বঙ্গবন্ধুর সমাধিস্থল

১১-এর পাতায় দেখুন

জেলা প্রতিনিধি সভা- ২০১৭

৮-এর পাতার পর

কল্যাণ সংস্থা/সমিতি রাখা; (২০) জেলা শাখা সমিতির কার্যনির্বাহী কমিটির সদস্যদের যাতায়াত ভাতা দেওয়ার ব্যবস্থা করা; (২১) পেনশনারদের চিকিৎসাভাতা বৃদ্ধির পদক্ষেপ গ্রহণ করা; (২২) কেন্দ্রীয় সমিতিতে একটি ক্যানটিন স্থাপনের ব্যবস্থা করা; (২৩) জেলার শাখা সমিতির চেয়ারম্যান ও সাধারণ সম্পাদককে কেন্দ্রীয় সমিতির কার্যনির্বাহী কমিটির সদস্য হিসেবে অন্তর্ভুক্তির ব্যবস্থা করা; (২৪) জেলা শাখা সমিতিতে একজন পরিচ্ছন্ন কর্মী নিয়োগের ব্যবস্থা করা;

(২৫) পেনশন উত্তোলন আরও সহজীকরণ করা; (২৬) জেলা শাখার বিনোদন খাতের অর্থ শীতকালে প্রেরণ করা; (২৭) মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর উপস্থিতিতে একটি মহাসম্মেলনের ব্যবস্থা করা; (২৮) যে সকল জেলা শাখায় নিজস্ব অফিস নাই সেই সকল জেলায় নিজস্ব অফিসের ব্যবস্থা করা; (২৯) জেলা শাখা সমিতির অনুকূলে বাজেট বরাদ্দ বৃদ্ধি করা; (৩০) জেলা হিসাব রক্ষণ কর্মকর্তাকে জেলা শাখা সমিতির উপদেষ্টা করা; (৩১) জেলা সমিতির বিভিন্ন বরাদ্দ যথাসময়ে প্রেরণ করা; (৩২) পেনশনারদের সঞ্চয়পত্রের মুনাফা বৃদ্ধি করা।

জেলা প্রতিনিধিদের বক্তব্যের পর সমিতির কোষাধ্যক্ষ জনাব মোঃ হেমায়েত উদ্দিন তালুকদার এবং সহ-সভাপতি ড. খোন্দকার শওকত হোসেন উপস্থিত সকলকে শুভেচ্ছা জানিয়ে বক্তব্য প্রদান করেন। ড. খোন্দকার শওকত হোসেন সমিতির সভাপতি জনাব মোঃ মাহে আলমকে ৬ বছর দায়িত্ব পালনের জন্য ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন। তিনি প্রতিনিধিদের বক্তব্যে উঠে আসা ন্যায় সঙ্গত দাবী দাওয়া পূরণের প্রচেষ্টা চালানো হবে মর্মে সভাকে অবহিত করেন। জেলা প্রতিনিধিদের বক্তব্যের জবাবে মহাসচিব তার ২য় বারের বক্তব্যে বলেন যে তাদের বক্তব্য বিশ্লেষণ করে সম্ভাব্য ক্ষেত্রে আশু করণীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করা হবে। তিনি উল্লেখ করেন যে, যে সকল জেলা শাখা সমিতিতে নিজস্ব অফিস নেই সে সকল জেলা সমিতিতে অফিসের ব্যবস্থা নেওয়া হবে। তিনি পেনশনারদের সকল দাবী-দাওয়া বিবেচনার জন্য বাস্তব পদক্ষেপ গ্রহণ করা হবে মর্মে সকলকে আশ্বস্ত করেন। তিনি বলেন যে, আমাদের আর্থিক সীমাবদ্ধতা আছে। সুতরাং অতিদ্রুত কিছু করা সম্ভব হবে না। আশা করি ধীরে ধীরে আমরা আরও এগিয়ে যাবো। তিনি প্রতিনিধিদের নিরাশ না হয়ে আশাবাদী হওয়ার জন্য আহ্বান জানান।

পরিশেষে সমিতির সভাপতি জনাব মোঃ মাহে আলম উপস্থিত সকলকে দীর্ঘ সময় অপেক্ষা করে ধৈর্য ধরে সকলের বক্তব্য শ্রবণ করার জন্য আন্তরিক কৃতজ্ঞতা ও ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন। তিনি উল্লেখ করেন যে, দীর্ঘ ০৬ বছর যাবৎ একসাথে কাজ করেছেন পেনশনারদের কিছু দাবী-দাওয়া পুরণ করতে পারলেও অনেক দাবী দাওয়া এখনও অপূর্ণ আছে। তিনি ভবিষ্যতে পেনশনারদের দাবী পূরণে নতুন কর্তৃপক্ষের সাথে কাজ করে যাবেন মর্মে অঙ্গীকার ব্যক্ত করেন। যে সকল জেলা শাখার নিজস্ব অফিস নেই সে সকল জেলা শাখা সমিতিতে অফিসের ব্যবস্থা করার জন্য নতুন কমিটিকে সহযোগিতা করার ইচ্ছা ব্যক্ত করেন। তিনি সকলের কল্যাণ ও দোয়া কামনা করেন এবং সভাটি সুষ্ঠু ও সুশৃঙ্খলভাবে সম্পন্ন হওয়ায় সন্তোষ প্রকাশ করে সকলের শুভকামনান্তে মধ্যাহ্ন ভোজের আমন্ত্রণ জানিয়ে সভার সমাপ্তি ঘোষণা করেন।

অত্র সমিতির সভাপতির নেতৃত্বে ফরিদপুর জেলা শাখা পরিদর্শন

বিগত ১১ মে, ২০১৮ তারিখ ফরিদপুর সার্কিট হাউস সম্মেলন কক্ষে বাংলাদেশ অবসরপ্রাপ্ত সরকারী কর্মচারী কল্যাণ সমিতির সভাপতি জনাব আব্দুল্লাহ হারুন পাশা এর নেতৃত্বে কেন্দ্রীয় সমিতির প্রতিনিধিদের সাথে ফরিদপুর জেলা শাখার কর্মকর্তাদের মতবিনিময় সভা অনুষ্ঠিত হয়। ফরিদপুরের জেলা প্রশাসক বেগম উম্মে সালমা তানজিয়া এ সময় উপস্থিত ছিলেন। মত বিনিময় সভায় কেন্দ্রীয় সমিতির সহ-সভাপতি জনাব আব্দুল মান্নান, জনাব ইকরাম আহমেদ, মহাসচিব জনাব মোঃ আবদুল কাইউম ঠাকুর, যুগ্ম-মহাসচিব জনাব মোঃ আনিসুজ্জামান ও পরিচালক (কার্যক্রম) জনাব এস. এম কামরুজ্জামান উপস্থিত ছিলেন। সভায় ফরিদপুর জেলা শাখার চেয়ারম্যান জনাব মোঃ নূরুদ্দিন বিশ্বাস সভাপতিত্ব করেন।

মহাসচিব জনাব মোঃ আবদুল কাইউম ঠাকুর তার বক্তব্যে বলেন যে, পুরাতন ও নতুন পেনশনারগণের মধ্যে পেনশন বৈষম্য দূরীকরণে তারা কাজ করে যাচ্ছেন। এছাড়া চিকিৎসা ভাতা বয়সভেদে মাসিক ৫,০০০/- থেকে ১০,০০০/- টাকায় উন্নীত করার জন্য নবনির্বাচিত কমিটি উদ্যোগ গ্রহণ করেছে। তিনি সমিতির কর্মকর্তাদের নিজস্ব উদ্যোগে সামর্থ্য অনুযায়ী অনুদান প্রদানের মাধ্যমে জেলা শাখার নিজস্ব তহবিল গঠনের পরামর্শ দেন। তিনি ফরিদপুর জেলা শাখার জন্য পার্শ্ববর্তী আরেকটি কক্ষ বরাদ্দ দেয়ার জন্য জেলা প্রশাসককে অনুরোধ জানান।

সভাপতি জনাব আবদুল্লাহ হারুন পাশা তার বক্তব্যে জেলা শাখার কর্মকর্তাদের সঙ্গে পারস্পারিক মত বিনিময়ের জন্য কেন্দ্রীয় সমিতি থেকে এসেছেন বলে জানান। তিনি উল্লেখ করেন যে, অর্থমন্ত্রী, মন্ত্রিপরিষদ সচিব ও অর্থ সচিবসহ সংশ্লিষ্ট সকল উর্ধ্বতন কর্মকর্তাদের সাথে যোগাযোগ করে সমিতির অর্থবরাদ্দ বাড়ানোর জন্য প্রচেষ্টা গ্রহণ করা হচ্ছে। সরকারী বরাদ্দ বৃদ্ধি পেলে এর সুবিধা জেলা শাখা সমিতিগুলোও পাবে বলে তিনি তাদেরকে আশ্বস্ত করেন। তিনি পেনশন সমতাকরণ প্রশ্নে উল্লেখ করেন যে, ২০০১ সালে সচিব হিসেবে অবসরগ্রহণকালে তার বেতন ছিল মাত্র ১৫,০০০/- টাকা এবং এককালীন গ্রাচুইটি পেয়েছেন ১৮,০০,০০০/- টাকা। বর্তমানে সচিবদের বেতন হয়েছে মাসিক ৮০,০০০/- টাকা এবং তদনুযায়ী এককালীন গ্রাচুইটিও সমভাবে বৃদ্ধি পেয়েছে। এ প্রেক্ষাপটে পেনশন সমতাকরণের লক্ষ্যে তিনি ঐকান্তিকভাবে প্রচেষ্টা চালিয়ে যাবেন মর্মে আশাবাদ ব্যক্ত করেন। তিনি ফরিদপুর জেলা প্রশাসনকে পেনশনারদের কল্যাণে সর্বাত্মক সহযোগিতা প্রদানের অনুরোধ জানান।

বর্ষবরণ ২৪২৫ বঙ্গাব্দ

প্রতিবছরের ন্যায় এবারও বাংলা নববর্ষ- ১৪২৫ বঙ্গাব্দ উপলক্ষ্যে অত্র সমিতি বিগত ১১ বৈশাখ, ১৪২৫ বঙ্গাব্দ (২৪ এপ্রিল, ২০১৮) তারিখে অবসর ভবনে এক সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের আয়োজন করেছিল। সমিতির মহাসচিব তার স্বাগত বক্তব্যে উপস্থিত সকলকে ১৪২৪ কে বিদায় দিয়ে পুরাতন বছরের সকল দুঃখ-কষ্ট, হাসি-কান্নার হিসাব চুকিয়ে নতুন বছর ১৪২৫ বঙ্গাব্দকে বরণ করে নেয়ার আহ্বান জানান। তিনি নতুন বছরে সকলের শান্তি ও সুস্থতা প্রত্যাশা করেন। উপ-কমিটির চেয়ারম্যান জনাব আজাদ রহমান আসন্ন বর্ষবরণ অনুষ্ঠানের ঐতিহ্য তুলে ধরেন। অনুষ্ঠানে সমিতির সদস্য ও তাদের নিকট আত্মীয় শিল্পীবৃন্দ গান পরিবেশন করেন। অনুষ্ঠানে রবীন্দ্র সঙ্গীত, নজরুল সঙ্গীত, আধুনিক সঙ্গীত ও লোক সঙ্গীত পরিবেশন করা হয়। গানের মাঝে মাঝে কবিতা আবৃত্তি ও দ্বৈত পাঠ উপস্থাপন করা হয়। জনাব মোহিনী মোহন চক্রবর্তী অনুষ্ঠান সঞ্চালনার দায়িত্ব পালন করেন। অনুষ্ঠানে আপ্যায়নের ব্যবস্থা করা হয়।

গোপালগঞ্জ ও মানিকগঞ্জ জেলা শাখা পরিদর্শন

১০-এর পাতার পর

অতঃপর বঙ্গবন্ধুর বাড়ির নীচতলায় স্থানীয় গণ্যমান্যদের সাথে সৌজন্য সাক্ষাৎ শেষে বেলা ১১.৩০ মিনিটে ঢাকার উদ্দেশ্যে যাত্রা করে রাত ১০.০০ টায় ঢাকায় প্রত্যাবর্তন করেন।

বিগত ২১ এপ্রিল, ২০১৮ তারিখ অত্র সমিতির সভাপতি জনাব আব্দুল্লাহ হারুন পাশা এর নেতৃত্বে সমিতির মানিকগঞ্জ জেলা শাখা কার্যালয় পরিদর্শন করা হয়। এ সময়ে সমিতির মহাসচিব জনাব মোঃ আবদুল কাইউম ঠাকুর, কোষাধ্যক্ষ জনাব এ, কে শামসুল হক, পরিচালক (কার্যক্রম) জনাব এস. এম. কামরুজ্জামান এবং প্রশাসনিক কর্মকর্তা জনাব মোঃ শাহ আলম তার সাথে উপস্থিত ছিলেন। পরিদর্শনকালে দেখা যায় যে, মানিকগঞ্জ কালেক্টরেট ভবনের পার্শ্বে পুরাতন রেকর্ড রুমের দু'টি কক্ষে অফিসের কার্যক্রম চলছে। ভবনটি পুরাতন বিধায় এর দেয়াল মেরামত করা হলেও তা পুনরায় সংস্কারের প্রয়োজন হয়ে পড়েছে। সভাপতি মহোদয় এ ব্যাপারে ব্যবস্থা গ্রহণের আশ্বাস প্রদান করেন।

অতঃপর বেলা ১১.৩০ মিনিটে মানিকগঞ্জ সার্কিট হাউজের সম্মেলন কক্ষে মানিকগঞ্জ জেলা শাখা সমিতির প্রতিনিধিদের সাথে কেন্দ্রীয় সমিতির কর্মকর্তাদের এক মত বিনিময় সভা অনুষ্ঠিত হয়। সভায় মানিকগঞ্জ শাখার চেয়ারম্যান অধ্যাপক মোঃ ফজলুল হক সভাপতিত্ব করেন। উপস্থিত সকলের পরিচয় পর্ব শেষ হওয়ার পর কেন্দ্রীয় সমিতির সভাপতি মহোদয় মানিকগঞ্জ জেলা শাখার উপস্থিত সদস্যগণকে বক্তব্য উপস্থাপনের জন্য আহ্বান জানান। সাধারণ সম্পাদকসহ মোট আট জন আলোচনায় অংশনেন। আলোচনাকালে সদস্যগণ নিম্নোক্ত দাবী-দাওয়াসমূহ সভায় তুলে ধরেন ঃ

১) পেনশনারদের পেনশনের অর্থ স্ব-স্ব ব্যাংক একাউন্টের মাধ্যমে প্রাপ্তি নিশ্চিত করা;
২) নতুন পেনশনারদের ন্যায় একই হারে পুরাতন পেনশনারগণের পেনশন বৃদ্ধির ব্যবস্থা করা;
৩) বিদ্যমান পেনশন বৈষম্য দূরীকরণের ব্যবস্থা গ্রহণ;
৪) পেনশনারদের চিকিৎসা ভাতা উল্লেখযোগ্য হারে বৃদ্ধির ব্যবস্থা;
৫) কর্মক্ষম পেনশনারদের স্থানীয় প্রশাসনের সহায়তায় বিভিন্ন গঠনমূলক কর্মকান্ডে সম্পৃক্ত করে সম্মানী প্রদানের ব্যবস্থা করা;
৬) চিকিৎসা সহায়তা প্রদানের ক্ষেত্রে ক্যাশ মেমো দাখিলের পদ্ধতি রহিত করা;
৭) পেনশনার/তার স্ত্রীর মৃত্যুর পরও সন্তানদের পেনশনের অর্থ প্রদান অব্যাহত রাখা;
৮) জেলা শাখায় নিয়োজিত ডাক্তারদের সম্মানী বৃদ্ধি করা;
৯) মানিকগঞ্জ জেলা সমিতির অফিসঘর নির্মাণের জন্য জেলা প্রশাসকের মাধ্যমে জমি প্রদানের ব্যবস্থা করা;
১০) সিনিয়র সিটিজেনের সুযোগ-সুবিধা প্রদান কার্যকর করার ব্যবস্থা করা।

বর্ণিত দাবী-দাওয়ার প্রেক্ষিতে মহাসচিব জানান যে, ন্যায্য ও বিবেচনাযোগ্য দাবী-দাওয়াগুলো মাননীয় অর্থ মন্ত্রী মহোদয়ের সাথে সাক্ষাৎ করে তুলে ধরা হবে। সভাপতি মহোদয় তার বক্তব্যে উল্লেখ করেন যে, পেনশনারদের পেনশনের অর্থ স্ব-স্ব ব্যাংক একাউন্টে প্রদানের ব্যাপারে অর্থ মন্ত্রণালয় উদ্যোগ গ্রহণ করেছে এবং ২০১৮ সালের মধ্যে তা বাস্তবায়িত হবে মর্মে তিনি আশাবাদ ব্যক্ত করেন। মানিকগঞ্জ জেলা শাখা কার্যালয়ের জন্য প্রয়োজনীয় জমি বরাদ্দের জন্য জেলা প্রশাসক, মানিকগঞ্জকে অনুরোধ জানিয়ে সমিতির স্থানীয় নেতৃবৃন্দ কে জেলা প্রশাসনের সঙ্গে যোগাযোগ রক্ষা করে জায়গা প্রাপ্তির ব্যবস্থা নিতে তিনি অনুরোধ করেন। কেন্দ্রীয় সমিতিও এ ব্যাপারে সম্ভাব্য সহযোগিতা প্রদান অব্যাহত রাখবে। পেনশন সমতাকরণ, পেনশন সমর্পণকারী সদস্যদের নির্দিষ্ট মেয়াদান্তে পুনরায় পেনশন প্রাপ্তি, চিকিৎসা ভাতা বৃদ্ধিসহ যৌক্তিক সকল দাবী দাওয়ার ব্যাপারে নবনির্বাচিত কেন্দ্রীয় কমিটি সম্ভাব্য সকল পদক্ষেপ নেবে মর্মে তিনি আশ্বাস প্রদান করেন।

নির্বাচন - ২০১৮

অত্র সমিতির ২০১৮ ও ২০১৯ মেয়াদের কার্যনির্বাহী কমিটির নির্বাচন বিগত ১৯ মার্চ, ২০১৮ তারিখে অপরাহ্নে অবসর ভবনের নিচতলায় অনুষ্ঠিত হয়। নির্বাচনে প্রধান নির্বাচন কমিশনার হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন সাবেক সচিব ড. শেলীনা আফরোজা পি.এইচ.ডি। তাকে সহায়তা প্রদান করেন ২ জন নির্বাচন কমিশনার জনাব ধীরেন্দ্র নাথ সরকার ও জনাব ইসতিয়াক উদ্দিন আহমদ। উক্ত নির্বাচনে মোট ১৯ টি পদের বিপরীতে ৪২ জন প্রার্থী অংশগ্রহণ করেন। যারা নির্বাচিত হয়েছেন তাদের তালিকা নির্বাচন কমিশনের বরাতে নিম্নে ছাপানো হলো ঃ

নির্বাচন কমিশন সচিবালয়

বাংলাদেশ অবসরপ্রাপ্ত সরকারী কর্মচারী কল্যাণ সমিতি
অবসর ভবন
৭৫/এ, রোড নং ৫/এ, ধানমন্ডি আ/এ, ঢাকা-১২০৯
ফোন ঃ ৯১১৯২০৮, ৯১১৩৪৬৭, ৯১১৪৮৫৮
Email – brgewa@gmail.com
কার্যনির্বাহী কমিটির ২০১৮ ও ২০১৯ মেয়াদের নির্বাচন।

স্মারক নং -১৩৮/২০১৭- ১৩৩ তারিখ ঃ ২১/০৩/২০১৮

বিজ্ঞপ্তি

এতদ্বারা বাংলাদেশ অবসরপ্রাপ্ত সরকারী কর্মচারী কল্যাণ সমিতির ০২ জানুয়ারী, ২০১৮ তারিখের ১৩৮/২০১৭-২(৩) স্মারকে নিম্ন স্বাক্ষরকারীকে ২০১৮ ও ২০১৯ মেয়াদের কার্যনির্বাহী কমিটির নির্বাচন কার্যক্রম পরিচালনার নিমিত্তে প্রধান নির্বাচন কমিশনার নিয়োগের প্রেক্ষিতে সমিতির ১৯ মার্চ, ২০১৮ তারিখে অনুষ্ঠিত নির্বাচন কার্যক্রম সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন করা হয়। উক্ত নির্বাচন কার্যক্রম নির্বাচন বিধিমালা মোতাবেক সম্পন্ন করতঃ নিম্নোক্ত প্রার্থীগণকে তাদের নামের পার্শ্বে বর্ণিত পদে কার্যনির্বাহী কমিটির ২০১৮ ও ২০১৯ মেয়াদের জন্য নির্বাচিত ঘোষণা করা হলো ঃ

প্রার্থীর নাম ও সদস্য নম্বর	পদের নাম	মন্তব্য
জনাব আবদুল্লাহ হারুন পাশা, আ- ১১৬৫	সভাপতি	নির্বাচিত
জনাব মোঃ আব্দুল মান্নান, আ-২৬২৪	সহ-সভাপতি	নির্বাচিত
জনাব ইকরাম আহমেদ, আ-২২৪৬	সহ-সভাপতি	নির্বাচিত
জনাব মোঃ আবদুল কাইউম ঠাকুর, আ- ১১২৮	মহাসচিব	নির্বাচিত
জনাব এ,কে, শামসুল হক, আ-১৩২০	কোষাধ্যক্ষ	নির্বাচিত
জনাব মোঃ আনিসুজ্জামান, আ-১৯৩৮	যুগ্ম-মহাসচিব	নির্বাচিত
জনাব মোঃ মহসীন আলী সরদার (বীরপ্রতিক) আ-১৯৪৬	যুগ্ম-কোষাধ্যক্ষ	নির্বাচিত
জনাব মোঃ ওয়াসিউজ্জামান আকন্দ, আ-১৮৫১	সহকারী মহাসচিব	নির্বাচিত
১. জনাব এম মিজানুর রহমান, আ – ৯৪০	সদস্য	নির্বাচিত
২. জনাব মোঃ আমান উল্লাহ, আ-১৯৬৮	সদস্য	নির্বাচিত
৩. জনাব মোঃ এনায়েত হোসেন, আ - ১২১০	সদস্য	নির্বাচিত
৪. জনাব মোঃ আব্দুল হাই, আ - ১২৯৯	সদস্য	নির্বাচিত
৫. জনাব ফেরদৌস পারভীন, আ- ১৬২৮	সদস্য	নির্বাচিত
৬. জনাব ম. হামিদ, আ-২৫৫৬	সদস্য	নির্বাচিত
৭. জনাব খান এম ইব্রাহীম হোসেন, আ-১৬৭২	সদস্য	নির্বাচিত
৮. জনাব সামসাদ বেগম, আ-২৬৩৪	সদস্য	নির্বাচিত
৯. জনাব মোঃ ফজলুল হক , আ – ১৭৬২	সদস্য	নির্বাচিত
১০. জনাব ড. দীপক কান্তি চৌধুরী, (ডি কে চৌধুরী) আ-১০৫৭	সদস্য	নির্বাচিত
১১. জনাব সুলতানা মুজাদ্দিদা, আ-১৭৮৯	সদস্য	নির্বাচিত

স্বাক্ষরিত/-
(শেলীনা আফরোজা পি এইচ ডি)
প্রধান নির্বাচন কমিশনার

সমাজকল্যাণ পরিষদ কর্তৃক ১৩ লক্ষ টাকার চেক প্রাপ্তি

বিগত ৩০ মে ২০১৮ তারিখে সমাজকল্যাণ পরিষদ কর্তৃক বরাবরের মত সমিতিকে ১৩ লক্ষ টাকা অনুদান হিসেবে চেকের মাধ্যমে প্রদান করা হয়। সমিতির সভাপতি জনাব আব্দুল্লাহ হারুন পাশা মাননীয় সমাজ কল্যাণ মন্ত্রী জনাব রাশেদ খান মেনেনের কাছ থেকে উক্ত চেক গ্রহণ করেন। চেক গ্রহণকালে সমিতির মহাসচিব জনাব মোঃ আবদুল কাইউম ঠাকুর, পরিচালক (প্রশাসন) জনাব মোঃ ফজলে ইলাহী এবং প্রশাসনিক কর্মকর্তা জনাব মোঃ শাহ আলম উপস্থিত ছিলেন।

বার্ষিক সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান

অত্র সমিতির বার্ষিক সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান বিগত ১৮ মার্চ, ২০১৮ সন্ধ্যা ৭.৩০ ঘটিকায় অবসর ভবনে অনুষ্ঠিত হয়। সমিতির মহাসচিবসহ কার্যনির্বাহী কমিটির সদস্যবৃন্দ, আজীবন ও সাধারণ সদস্যবৃন্দ এবং জেলা ও বিভাগ থেকে আগত প্রতিনিধিবৃন্দ উপস্থিত থেকে অনুষ্ঠানটি উপভোগ করেন। বিনোদন ও সাংস্কৃতিক উপ-কমিটির চেয়ারম্যান জনাব মোঃ আজাদ রহমান এর স্বাগত ভাষণ এবং মহাসচিবের শুভেচ্ছা বক্তব্য দিয়ে অনুষ্ঠান শুরু হয়। সংগীত পরিবেশন করেন শিল্পী তিমির নন্দী, ফেরদৌস আরা, বাদশাহ বুলবুল এবং সবশেষে সামিনা চৌধুরী। শ্রোতা মন্ডলী অত্যন্ত মনোযোগের সহিত অনুষ্ঠানটি উপভোগ করেন। অনুষ্ঠানে আপ্যায়নের ব্যবস্থা করা হয়।

মহান শহীদ দিবস ও আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস

একুশে ফেব্রুয়ারি বাঙ্গালি জাতির ভাষা আন্দোলনের স্মৃতিবিজড়িত গৌরবোজ্জ্বল একটি দিন হিসেবে চিহ্নিত হয়ে আছে। ১৯৫২ সালের এই দিনে বাংলাকে পাকিস্তানের অন্যতম রাষ্ট্রভাষা করার দাবিতে আন্দোলনরত ছাত্রদের ওপর পুলিশের গুলিবর্ষণে কয়েকজন তরুণ শহীদ হন। তাই এ দিনটি শহীদ দিবস হিসেবে চিহ্নিত হয়ে আছে। ১৯৯৯ খ্রিস্টাব্দে UNESCO কর্তৃক একুশে ফেব্রুয়ারীকে আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস হিসাবে ঘোষণা করা হয়। প্রতিবছর সারাদেশে অত্যন্ত মর্যাদাপূর্ণ পরিবেশে দিবসটি পালন করা হয়। আমাদের সমিতি থেকে প্রতি বছরের মত এবারেও শহীদ দিবস পালিত হয়েছে। সমিতির ব্যানার নিয়ে প্রভাত ফেরীর মাধ্যমে সমিতির মহাসচিব জনাব মোঃ আবদুল কাইউম ঠাকুরের নেতৃত্বে শহীদ মিনারে পুস্পস্তবক অর্পণের মাধ্যমে দিনটি পালিত হয়েছে।

মাননীয় অর্থ সচিবের সঙ্গে সাক্ষাৎ

বিগত ২৭ জুন, ২০১৮ তারিখে সমিতির মহাসচিব জনাব আবদুল কাইউম ঠাকুরের নেতৃত্বে ৫ সদস্যের একটি টিম মাননীয় অর্থ সচিবের সাথে সচিবালয়ে সাক্ষাৎ করে সদস্যদের দাবিসমূহ তার কাছে তুলে ধরেন।

উক্ত টিমে নিম্নোক্ত সদস্যগণ উপস্থিত ছিলেন ঃ

১) জনাব ইকরাম আহমেদ - সহ-সভাপতি
২) জনাব এ কে শামসুল হক - কোষাধ্যক্ষ
৩) জনাব মোঃ আনিসুজ্জামান - মহাসচিব
৪) জনাব এস এম কামরুজ্জামান - পরিচালক (কার্যক্রম)

তিনি সমিতির দাবীসমূহ সরকারের কাছে তুলে ধরার আশ্বাস দেন।

অর্থ বিষয়ক স্ট্যান্ডিং কমিটির সভাপতির সাথে সাক্ষাৎ

২০১৮ সালের এপ্রিল মাসের শেষের দিকে সমিতির সভাপতি জনাব আব্দুল্লাহ হারুন পাশার নেতৃত্বে ৬ সদস্যের একটি টিম সংসদের অর্থ বিষয়ক স্ট্যান্ডিং কমিটির সভাপতি সংসদ সদস্য জনাব আব্দুর রাজ্জাকের সাথে সাক্ষাৎ করে অবসরপ্রাপ্তদের দাবিসমূহ তার কাছে তুলে ধরা হয়।

উক্ত টিমে নিম্নোক্ত সদস্যগণ উপস্থিত ছিলেন ঃ

১) জনাব একরাম আহমেদ - সহ-সভাপতি
২) জনাব মোঃ আবদুল কাইউম ঠাকুর - মহাসচিব
৩) জনাব এ কে শামসুল হক - কোষাধ্যক্ষ
৪) জনাব মোঃ আনিসুজ্জামান - মহাসচিব
৫) জনাব ওয়াসিউজ্জামান আকন্দ - সহকারী মহাসচিব

জনাব আব্দুর রাজ্জাক উল্লিখিত দাবীসমূহ সরকারের কাছে তুলে ধরার আশ্বাস দেন।

বাংলাদেশ অবসরপ্রাপ্ত সরকারী কর্মচারী কল্যাণ সমিতির পক্ষে জনাব মোঃ আবদুল কাইউম ঠাকুর কর্তৃক সম্পাদিত এবং সমিতির মহাসচিব কর্তৃক প্রকাশিত;
ঠিকানা ঃ অবসর ভবন, বাড়ী-৭৫/এ, রোড নং -৫/এ, ধানমন্ডি আবাসিক এলাকা, ঢাকা-১২০৯।
ফোন : ৯১১৪৮৫৮, ৯১১৯২০৮, ০১৭১০-৮২৬৩৪২